
কুরআন-হাদীসের
আলোকে
শবে মেরাজ

কুরআন-হাদীসের আলোকে শবে মেরাজ

Name	Rafshana Shafrin
Roll	20202033
Batch	202
Subjet	RAM 302

Submitted to Ustaz Abdul Wahid

সূচীপত্র

লেখকের কলাম

بسم الله الرحمان الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبْده ورسوله

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময়। সকল প্রশংসা জগতের প্রতিপালকের জন্য এবং অন্তিম প্রতিদান মুত্তাক্বীদের জন্যই। সলাত ও সালাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ -এর ওপর। যিনি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের ইমাম। তাঁর ওপর আল্লাহ -এর দয়া, অনুগ্রহ ও বরকত

নাযিল হোক। অনুরূপ তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবাদের ওপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণকারীদের ওপর।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অজস্র শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে 'কুরআন হাদীসের আলোকে শবে মেরাজ' এসাইনমেন্টটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন।

আমি অধমের ইলমী যোগ্যতা নেই বললেই চলে তাই এসাইনমেন্ট সম্পর্কিত কোন ভুল হয়ে থাকলে সেই ভুলগুলোর জন্য বিতাড়িত শয়তান এবং আমি নিজে দায়ী। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর এই গুনাহগার বান্দাকে স্মরণ করবেন এবং ভুল শুধরে দেবেন।

দুনিয়ার এই পথচলায় রশদ জোগানো হয়নি কিছুই, তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমার এই এসাইনমেন্টকে কবুল করে নেন এবং এর দ্বারা অন্যের ফায়দার ব্যাবস্থা করে দেন সেই দুয়াপ্রার্থী সকলের নিকট.......

Rafshana Shafrin

Email: Saima27.98@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা নবী জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, নবীজীর রিসালাতের অনেক বড় মুজিযা আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নিআমত। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান আরো বৃদ্ধি করেছেন, তেমনি তাঁর উচ্চ মর্যদা সম্পর্কে অবগত করেছেন সৃষ্টিজগৎকে। এই ঘটনা যেভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও সীরাতের সাথে সম্পর্কিত, সেভাবে

তা ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসেরও অংশ। এই ঘটনায় একদিকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নির্দেশনা, অন্যদিকে সেখানে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য ইলাহী হিকমত ও রহস্য। কিন্তু নবীজীর সশরীরে ইসরা ও মিরাজের বাস্তবতার উপর ঈমান আনার পর মুমিনের জন্য যে প্রয়োজনটি সর্বাগ্রে অনুভূত হয় তা হল কুরআনে কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসরা ও মিরাজের পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ইলম হাসিল করা। এই প্রয়োজনটি আরো প্রকটভাবে দেখা দেয় যখন অনির্ভরযোগ্য কিছু পুস্তিকা ও চটি বই, দায়িত্বহীন অনেক বক্তা ও তাদের দায়িত্বজ্ঞানশূণ্য কতক লেকচারের কল্যাণে (!) অনেক মানুষকে ইসরা ও মিরাজের সঠিক ইলম থেকেও দুঃখজনকভাবে বঞ্চিত হতে দেখা যায়। ফলে তাদের মন ও মননে দিনদিন ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনাই গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে।

এই এসাইনমেন্টে সহীহ হাদীসের আলোকে ইসরা ও মিরাজের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি ইনশা আল্লাহ।

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/2912/

ভূমিকা



নিঃসন্দেহে ইসরা ও মেরাজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের সত্যতার পক্ষে ও আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মহান মর্যাদার সপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহান নিদর্শনাবলির অন্যতম। একইভাবে এটি আল্লাহ্‌র মহা ক্ষমতা ও তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে থাকার একটি বড় প্রমাণ।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

سُبْحَٰنَ الَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

“পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসাতে ভ্রমণ করিয়েছেন; যে মসজিদের চারপাশে আমরাবরকত দিয়েছি; যাতে করে আমরা তাকে আমাদের নিদর্শনাবলিদেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১]

মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে আসমানের দিকে ঊর্ধ্বে মিরাজ করানো হয়েছে। তাঁর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে; এমনকি তিনি সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়েছেন। এরপর তাঁর রব্ব তাঁর সাথে যা ইচ্ছা কথা বলেছেন এবং তাঁর উপর নামায ফরয করেছেন। প্রথমে আল্লাহ্ তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। কিন্তু, তিনি আল্লাহ্র কাছে নামায কমানোর জন্য বারবার ধর্ণা দেন; এক পর্যায়ে নামায পাঁচ ওয়াক্তে স্থির করা হয়। ফরয দায়িত্ব বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে নামায পাঁচ ওয়াক্ত। কিন্তু, প্রতিদানের ক্ষেত্রে এটি পঞ্চাশ ওয়াক্ত। কেননা, এক নেকীতে দশ নেকীর সওয়াব রাখা হয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যাবতীয় নিয়ামতের জন্য তাঁরই শুকরিয়া।

তথ্যসূত্র:

https://islamqa.info/bn/answers/60288/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B0-%E0%A6%93-

[%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A6%A8]

মি'রাজ

মি'রাজ নবী ﷺ এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এ এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চলছিল চরম নির্যাতন। সে সময় এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এ চীনকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন।

নবী ﷺ দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টার পর যখন ইসলামী মূল্যবোধ ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে একটা খেলাফতের ভিত্তি স্থাপনের সময় আসন্ন হয়ে আসছিল তখন নবী ﷺ মনে মনে উদগ্রীব ছিলেন। সে খেলাফতির একটা নির্ভুল নকশা পাওয়ার জন্যে। আর মনে মনে চাচ্ছিলেন এমন কিছু নিদর্শন দেখতে যা দেখে পরকালের অবস্থাটা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর উম্মতের সামনে পেশ করতে পারেন। সেই মুহূর্তেই সংঘটিত হয়েছিল মি'রাজ । আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে আরশে মুয়াল্লায় ডেকে নিয়ে তাঁর কুদরতের এমন কিছু নিদর্শন দেখালেন এবং এমন কিছু শিক্ষা দিলেন যার যারা উপরিউক্ত প্রয়োজনগুলো মিটতে পারে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে- আমরা গোটা পৃথিবীর তামাম মানুষ যদি মি'রাজের মূল শিক্ষা কি তা বুঝতাম এবং সেই মুতাবিক আমাদের সমাজ গড়তে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমরা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী সত্যিকারের মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা সহকারে এ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারতাম, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ণ শান্তি ও স্থায়ী নিরাপত্তা কায়েম হতো এবং কারোই মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হতো না ।

দুর্ভাগ্য এখানে যে, আমাদের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ, শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি যুক্ত সঠিক ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার পুরা নকশা যা নবী মিরাজে গিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আমরা তার কোন খোঁজ খবর রাখিনা অথবা তার কোন গুরুত্বই দেই না। এই সম্পর্কীয় কিছু জরুরী খোঁজ খবর যা বিভিন্ন কারণে মুসলিম সমাজ সাধারণ ভাবে সবাই জানতে পারেনি তা জানানো এবং এ সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে রয়েছে তার অপনোদনই এই এসাইনমেন্ট এর মূল উদ্দেশ্য।

ইসরা ও মি'রাজ শব্দদ্বয়ের পরিচয়



ইসরা ও মি'রাজ (إسراء و معراج) এ দু'টো শব্দ সকল মুসলিমের নিকট অভ্যস্ত সুপরিচিত । দু'টোই আরবি শব্দ।

ইসরা শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশ ভ্রমণ করানো । আর মি'রাজ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা আরোহণ করার স্থান ।

উরুজুন(عروجٌ) শব্দের অর্থ সিঁড়িতে আরোহণ করা বা উর্ধ্বে গমন করা । মাসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ -এর ভ্রমণ যেমন রাতের বেলায় হয়েছিল, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদরাতুল মুনতা পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণও একই রাতে হয়েছিল।

ইসরা(اسراء) শব্দটির মাসদার আল কুরআনে বর্ণিত

سُبْحٰنَ الَّذِىٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ

ইসরা(باب افعال) এর মাসদার এর অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ বা ماضي فعل দৃষ্টিকোণ থেকে اسراء "শব্দটি এসেছে আল কুরআন থেকে । কিন্তু শব্দটি (এ অর্থে) আল কুরআনে বর্ণিত হয়নি। কারণ বাইতুল মুকাদ্দাসে যাত্র বিরতির পর সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে আরোহণের কথা আল কুরআনে কোনো আয়াতে আসেনি। মোদ্দাকথা হল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ -এর নৈশ ভ্রমণের বিষয়ে আল কুরআনের অকাট্য দলিলটি হলো সূরা : بني اسرائيل-এর ১ম আয়াত।

অর্থ : "মহাপবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে ভরে রেখেছি। যাতে

আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন ।

কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াত দ্বারা মহানবী ﷺ - এর اسراء অর্থাৎ রাতের বেলা রাতের একই অংশের মধ্যে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণের বিষয়টি মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ শরহে আকায়েদে নাসাফিতে উল্লেখ আছে-

ইসরা', যা পবিত্র মসজিদ থেকে পবিত্র ঘর পর্যন্ত, এটি কিতাব দ্বারা সুনির্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবী থেকে আসমানে আরোহণ সুপরিচিত।

অর্থাৎ, মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ এর ভ্রমণের নাম "ইসরা" যা আল্লাহর কিতাব দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যমীন থেকে আসমানের দিকে ভ্রমণের নাম "মি'রাজ" যা মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করা হয়েছে :

فَأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْإِسْرَاءِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى اجْتِمَاعِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَعُرُوجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرُؤْيَةٌ عَجَائِبِ الْمَلَكُوتِ وَمُنَاجَاتِهِ لَهُ تَعَالَى

অর্থ-" মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী -কে উত্তমভাবে পুরস্কার করেছেন “ইসরা” দিয়ে, যার মধ্যে রয়েছে অন্য নবীগণের সাথে একত্রে মিলিত হওয়া, আসমানের দিকে আরোহণ করা, মালাকুতী জগতে অসংখ্য বিস্ময়কর জিনিস স্বচক্ষেদেখা এবং সর্বোপরি মহান প্রভুর সাথে মুনাজাতে মাশগুল হওয়া"

একদিকে সময়ের নাজুকতা অপরদিকে মিরাজের সফলতা......

“মি'রাজ” রাসূলুল্লাহ -এর মাক্কী জীবনের শেষের দিকের ঘটনা। খাদীজা -এর ওফাত নবুয়াতের দশম বর্ষে হয়েছিলো বলে জানা যায়। তিনি মি'রাজের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আল্লামা ছফিউর রহমান (মোবারকপুরী) তাঁর অনন্য সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

ان سِيَاقَ سُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ يَدُلُّ أَنْ الْإِسْرَاءَ مُتَأَخَرَ جِدًّا.

অর্থাৎ, (ইখতিলাফ যাই-ই থাকুক না কেন) সূরা আল ইসরার পটভূমির দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, মি'রাজ মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তের ঘটনা । আল্লামা মোবারকপুরী অবস্থার প্রতিকুলতা এবং এরই মাঝে মি'রাজের সফলতার দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেন-

وَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ الَّتِي كَانَتْ دَعْوَتُهُ تَشُنَّ فِيْهَا طَرِيقًا

بَيْنَ النَّجَاحِ وَالْاِضْطِهَا، وَكَانَتْ تَتَرَاى نُجُوْمًا ضَئِيْلَةٌ تَتَلْبَحُ فِي إِفَاقٍ بَعِيدَةِ وَقَعَ حَادِثِ الْإِسْرَاء وَالْمِعْرَاجُ

অর্থাৎ, একদিকে নবীﷺ -এর দাওয়াতী কাজের সফলতা, আর অন্যদিকে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের চরম পর্যায় অতিক্রান্ত হচ্ছিল, এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দূর দিগন্তে মিটমিট করে

জ্বলছিলো তারকার মৃদু আলো, এমনি সময়ে মি'রাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। আল কুরআনুল কারীমের সূরা আল বাকারার ২১৪ নং আয়াত থেকে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের একটি করুণ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে।

ইরশাদ হচ্ছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ عَلَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখানো তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ মুসীবত আসেনি? তাদের উপর এসেছিল নানা ধরনের বিপদ-মুসিবত । তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত ঐ সময়কার রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণ আর্তনাদ করে উঠেছিলো যে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাঁদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে । সূরা বাকারা : আয়াত- ২১৪

মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা : আবু যর গিফারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর - কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান

রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড় । (মুসলিম)

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা সোলায়মান নির্মাণ করেছেন। নাসায়ী, তাফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ., ৪র্থ খণ্ড

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ এর উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মাসজিদে আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত: আয়াতে بٰركنا حوله বলা হয়েছে । এখানে حولٌ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে । এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ- পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন। (রুহুল মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ : ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সভ্যই বিরল। মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺএর রেওয়ায়েতে আল্লাহ

তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি । জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। (কুরতুবী)

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মাসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না ।

১. মদিনার মাসজিদ, ২. মক্কার মাসজিদ, ৩ মাসজিদে আকসা এবং ৪.মাসজিদে তূর

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা



প্রথম ঘটনা : বর্তমান মাসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা সোলায়মান আলাইহিস সালাম এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা: প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদি মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে

লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : দ্বিতীয় কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরিউক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে । এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়।

এরপর ইহুদিরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয় । অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যাপর্ণ করে। এ সময় ইহুদিরা

নিজেদের কুর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদিরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস -এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদিদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মাসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মাসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায় । তারা মাসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং আট বছর পর ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করেন ।

ষষ্ঠ ঘটনা: ঈসা এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদিরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল ডাইডিস । সে । ইহুদিও ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না। কেননা, তার অনেক দিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

এরপর থেকে খলিফা ওমর এ-এর আমল পর্যন্ত মাসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। ওমর এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তাফসীরে বয়ানূল-কুরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোনগুলো?

এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদিদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বুঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা । তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হুযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো। হুযায়ফা রাদি: বলেন, আমি রাসূলুল্লাহﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদ । তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ । এটি আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ শাহাব -এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান আলাইহিস সালাম যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে।

হুযায়ফা বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কীভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানী করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে ।

কুরআন পাকের فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। বুখতা নহরের সৈন্যবাহিনী মাসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে । বুখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী

বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানি কর এবং গুনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আজাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব।

আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বুঝানো হয়েছে ।

সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-৮ বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এলো এবং সমস্ত ধন- সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল । তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

তথ্যসূত্র: কিতাব-কুরআন হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রাসুলﷺ এর মিরাজ: মাওলানা গিয়াস উদ্দীন

মিরাজের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম

সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়াত নিদর্শনের কামালাতপূর্ণ আজিমুশশান ঘটনাসমূহের মধ্য হতে মি'রাজ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা {মু'জিযা}

সাহাবীগণের মধ্য হইতে যারা মি'রাজ হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ২৬ জন, তার মধ্যে পুরুষ ২১ জন ও মহিলা ৫ জন।

১। হযরত ওমর (রাঃ)

২। হযরত আলী (রাঃ)

৩। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

৫। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)

৬। হযরত ইবনে আমর (রাঃ)

৭। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)

৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)

৯। হযরত আনাস (রাঃ)

১০। হযরত জাবির (রাঃ)

১১। হযরত বুরাইদা (রাঃ)

১২। হযরত সমরা বিন জুনদাব (রাঃ)

১৩। হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ)

১৪। হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ)

১৫। হযরত ছুহাইব (রাঃ)

১৬। হযরত মালেক বিন ছ'ছু (রাঃ)

১৭। হযরত আবি উমামা (রাঃ)

১৮। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)

১৯। হযরত আবু হাব্বা (রাঃ)

২০। হযরত আবু যার (রাঃ)

২১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)

২২। হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব (রাঃ) প্রমুখ পুরুষ বর্ণনাকারী ছিলেন।

২৩। এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)

২৪। হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ)

২৫। হযরত উম্মে হানী (রাঃ)

২৬। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) মহিলা বর্ণনাকারিনীগণ হিসাবে পরিচয় লাভ করেছেন। উপরোল্লিখিত বর্ণনাকারীগণ ব্যতীত মি'রাজ

হাদীস বর্ণনাকারী আরও রয়েছেন। কোন কোন ঘটনার বর্ণনা আমি তাদের নিকট হতে লিখেছি।

তথ্যসূত্র- মিরাজ ও বিজ্ঞান, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ:) WWW.ALMODINA.COM

শবে মিরাজের তারিখ নির্ধারণ

মূলত রাসুল সা.-এর মিরাজ নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। এটি সুসাব্যস্ত একটি বিষয়। কিন্তু এটি কবে ঘটেছে, এ নিয়ে বিস্তর মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে, কারও মতে তিন বছর পূর্বে, কারও মতে দেড় বছর পূর্বে, কারও মতে এক বছর পূর্বে, কারও মতে ছয় মাস পূর্বে। অনুরূপ কোন মাসে হয়েছে, এ নিয়েও অনেক মত পাওয়া যায়। কারও মতে রবিউল আওয়ালে, কারও মতে রবিউল আখিরে, কারও মতে রজবে, কারও মতে রমজানে আর কারও মতে শাওয়ালে। এভাবে দিন বা তারিখ নিয়েও অনেক মত পাওয়া যায়।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন :

ووَقدِ اخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْمِعْرَاجِ فقيل كانَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ وَهُوَ شَاذٌ إِلَّا إِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ وَقعَ حِينَئِذٍ فِي الْمَنَامِ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ ثُمَّ اختَلَفُوا فقيل قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ قاله بن سعد وَغيره ويه جزم النَّوَوِي وَبالغ بن حزم فنقل الْإِجْمَاعَ فِيهِ وَهُوَ مَرْدُودُ فَإِنَّ فِي ذلك اختلافا كَثِيرًا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ أَقْوَال مِنْهَا مَا حَكَاهُ بن

الْجَوْزِي أنهُ كَانَ قَبْلَهَا بِثَمَانِيَةِ أشهر وقيل بستَّةِ أَشْهُرٍ وَحَكَى هَذَا الثاني أبو الربيع بن سالم وحكي بن حزم مُقْتَضَى الَّذِي قَبْلَهُ لأَنَّهُ قَالَ كَانَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْ عشرة من النُّبُوَّة وقيل يأخذ عشر شهْرًا جَزْمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ حيث قال كَانَ في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة ورجحه بن الْمُنير في شرح السّيرَة لابْن عَبْدِ الْبَرَ وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين حكَاهُ بن عَبْدِ الْبَر وَقيل قبلها يسَنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حكَاهُ بن فارس وَقِيلَ بسَنَةٍ وَخَمْسَةِ أَشْهُرٍ قَالَهُ السُّدِي وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقه الطَّبَرِ

মিরাজের সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে এটা নবুওয়াতের পূর্বেই হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন মত। তবে স্বপ্নে দেখা

উদ্দেশ্য নিলে ঠিক আছে; যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। আর অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে এটা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পরে হয়েছে। এরপর তারা আবার মতভেদ করেছেন। কারও মতে এটা হিজরতের এক বছর পূর্বে হয়েছে। ইমাম ইবনে সাদ রহ.-সহ প্রমূখ এমনই বলেছেন।

ইমাম নববি রহ. এটাকেই চূড়ান্ত বলেছেন। আর ইমাম ইবনে হাজাম রহ. তো অতিরঞ্জিত করে এ মতের ব্যাপারে ইজমার দাবি

করেছেন। কিন্তু ইজমার দাবি পুরোই ভুল। কেননা, এ ব্যাপারে দশেরও অধিক মত পাওয়া যায়, যার কয়েকটি ইমাম ইবনুল জাওজি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের আট মাস পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে এবং কারও মতে ছয় মাস পূর্বে। এ দ্বিতীয় মতটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবুর রবি বিন সালিম রহ.। আর এর পূর্বের উক্তির দাবিকৃত মতটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে হাজাম রহ.। কেননা, তিনি বলেছেন, মিরাজ সংঘটিত হয়েছে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের রজব মাসে। কারও মতে এগারো মাস আগে।

ইমাম ইবরাহিম হারবি রহ. এটাকে চূড়ান্ত মত বলেছেন। কেননা, তিনি বলেছেন মিরাজ সংঘটিত হয়েছে হিজরতে এক বছর পূর্বে রবিউল আখিরে। ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বিরচিত "আস-সিরাহ" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম ইবনে মুনির রহ. এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারও মতে হিজরতের এক বছর দুমাস পূর্বে। ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. এ মতটি বর্ণনা করেছেন। কারও মতে হিজরতের এক বছর তিন মাস পূর্বে। ইমাম ইবনে ফারিস রহ. এ মতটি বর্ণনা করেছেন। কারও মতে হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে। ইমাম সুদ্দি রহ. এ মতটি বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইমাম তাবারি রহ. ও ইমাম বাইহাকি রহ. বর্ণনাটি রিওয়ায়াত (বর্ণনা) করেছেন।

এ মতানুসারে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে রমজানে অথবা রবিউল আওয়াল ও রমজানের ভগ্নাংশ দুটি বাদ দিলে শাওয়ালে। ইমাম ওয়াকিদি রহ:

এ মতটিকে চূড়ান্ত বলেছেন। এ মতের সাথে মিলে যায় যা ইমাম কুরতুবি রহ. উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম ইবনে আব্দল বার রহ: বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। ইমাম ইবনে সাদ রহ.-এর বর্ণনায় ইবনে আবু সাবরা রহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মিরাজ হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে রমজান মাসে সংঘটিত হয়েছে। কারও মতে মিরাজ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছে, যা ইমাম ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নববি রহ. তাঁর "রাওজাতুত তালিবিন"-এ চূড়ান্ত মত বলে অভিহিত করেছেন। কারও মতে হিজরতে তিন বছর পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে, যা ইমাম ইবনে আসির রহ, উল্লেখ করেছেন। কাজি ইয়াজ রহ. ও তাঁর অনুকরণে ইমাম কুরতুবি রহ. ও ইমাম নববি রহ. ইমাম জুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। কাজি ইয়াজ রহ ও তাঁর অনুসারীরা এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৭/২০৩, প্রকাশনী: দারুল মারিফা, বৈরুত)

ইমাম ইবনুল জাওজি রহ. বলেন :

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمِعْرَاجَ كَانَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، واخْتَلَفُوا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أقوال: أَحَدُهَا: سَنَةٌ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس وَالثَّانِي: سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَهُ السُّدِّيُّ. والثالِثُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا

قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ ذَكَرَ هَذِهِ الأَقْوَالَ

عَنْهُمْ أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ. والرابع: ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا الهِجْرَةُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ ثاني عشر ربيع الأول، أَعْنِي الْيَوْمَ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ. فَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ يَكُونُ الْمِعْرَاجُ في ربيع الأولِ. وَعَلَى الثاني والثَّالِثِ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَعَلَى الرَّابِعِ يَكُونُ في رجب. وقد ذكر محمد بن سعد عن الْوَاقِدِيُّ عَنْ أشياخ لَهُ قَالُوا: كَانَ الْمِعْرَاجُ لَيْلَةَ السَّبْتِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا

‘উলামায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, এ মিরাজ হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাকালীন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু হিজরত ও মিরাজের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারে তাদের চারটি মত রয়েছে। এক. এক বছর। এটা ইবনে আব্বাস রা.-এর মত। দুই. ছয় মাস। এটা সুদ্দি রহ.-এর মত। তিন. আঠারো মাস। এটা ইমাম ওয়াকিদি রহ.-এর মত। তাঁদের থেকে এ মতগুলো ইমাম আবু হাফস শাহিন রহ. উল্লেখ করেছেন। চার. আট মাস। এদিকে হিজরত হয়েছে রবিউল আউয়ালের দ্বাদশ দিবসে সোমবার। অর্থাৎ এদিনেই তিনি মদিনায় পৌঁছেন। সুতরাং প্রথম মতানুসারে মিরাজ রবিউল আওয়াল মাসে হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতানুসারে রমজান মাসে হয়েছে। আর চতুর্থ মতানুসারে রজব মাসে হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাদ রহ. ইমাম ওয়াকিদি রহ. সূত্রে তাঁর উস্তাদদের থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, হিজরতের আঠারো মাস

পূর্বে রমজানের সতেরো তারিখে রোববার রাতে মিরাজ সংঘটিত হয়।' (আত-তাবসিরা, ইবনুল জাওজি : ২/৩৩-৩৪, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেন :

وقد روي أنه في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك فروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في السابع والعشرين منه وقيل في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك وروى بإسناد لا يصح عن

القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب وانكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره

'বর্ণিত আছে যে, রজব মাসে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু এর একটিও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যেমন বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সা. এ মাসের প্রথম রাতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এ মাসের সাতাশ তারিখে তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, কারও মতে পঁচিশ তারিখে। এর কোনোটিই বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত নয়। অনুরূপ অশুদ্ধ সূত্রে কাসিম বিন মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সা.- এর মিরাজ রজবের সাতাশ তারিখে হয়েছে। ইমাম ইবরাহিম রহ.-সহ প্রমূখ এটা খণ্ডন করেছেন।' (লাতায়িফুল মাআরিফ : ১২১, প্রকাশনী : দারু ইবনি হাজাম)

মূলত এগুলোর কোনোটির পক্ষেই প্রমাণযোগ্য কোনো বর্ণনা বা হাদিস পাওয়া যায় না। তাই নির্দিষ্টভাবে ২৭শে রজবকে শবে মিরাজ মনে করার কোনো অবকাশ নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

هَذَا إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ تُعْرَفُ عَيْنُهَا، فَكَيْفَ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى عَشْرِهَا وَلَا عَلَى عَيْنِهَا، بَلِ النُّقُولُ فِي ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَلِفَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَا يُقْطَعُ بِهِ،

'এটা তখনই ঠিক হতো, যখন মিরাজের রাত নির্দিষ্টভাবে জানা থাকত। অথচ এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই, না এর মাসের ব্যাপারে, না এর দশকের ব্যাপারে আর না নির্দিষ্ট কোনো দিনের ব্যাপারে; বরং এ ব্যাপারে সকল বর্ণনাই সূত্রবিচ্ছিন্ন ও মতানৈক্যপূর্ণ, যার কোনোটিই সুনিশ্চিত নয়।' (জাদুল মাআদ : ১/৫৮, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

সুতরাং শবে মিরাজ যেহেতু নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিতই নয়, তাই বিশেষ কোনো রাতকে শবে মিরাজ বানিয়ে তাতে বিশেষভাবে ইবাদত করা বিদআত বা দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কার বলে বিবেচিত হবে। আর শরিয়তে বিদআত জঘন্যতম একটি গুনাহ ও প্রত্যাখ্যাত কর্ম।

যেমন সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে :

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مُحَمَّدٍ قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা দ্বীনের অংশ নয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।' (সহিহুল বুখারি : ৩/১৮৪, হা. নং ২৬৯৭)

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ... وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো, তাঁর রাগ বেড়ে যেত; এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন ...এবং বলতেন, সর্বনিকৃষ্ট কর্ম হলো বিদআত বা দ্বীনের নামে নবআবিস্কৃত কাজ। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি।' (সহিহু মুসলিম : ২/৫৯২, হা. নং ৮৬৭)

মোটকথা, শবে মিরাজ কবে সংঘটিত হয়েছে, এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কোনো মাস বা তারিখ বলার সুযোগ নেই। শবে মিরাজ চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট না হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কাছে এ দিবস পালনের কোনো

বিশেষত্ব বা গুরুত্ব ছিল না। আর এজন্যই নির্দিষ্টভাবে এর তারিখ নির্ণয় করা পরবর্তী লোকদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র: বাস্তবতার নিরীখে শবে মিরাজ, মুফতী তারেকুজ্জামান তারেক

https://www.facebook.com/groups/islamiboiBD/permalink/4812951728812313/?app=fbl

ইসরা- মিরাজ স্বপ্নযোগে নাকি স্বশরীরে

কিছু তাবেঈ এবং সাহাবাদের ছাত্রদের অভিমত ছিল- ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। এর দলীল হিসেবে তারা রাসূল সাঃ এর এই কথাটিকে গ্রহণ করেছেন- আমি কাবার সামনে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তাঁদের মতে, যেহেতু রাসুল সাঃ ঘুম থেকে জেগে ওঠার কথা বলেছেন, তাই নিশ্চয়ই ইসরা ও মিরাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল।নিরসন:

আল্লাহ ইসরা প্রসংগে কুরআনে বলেছেন-

سُبْحَٰنَ الَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ- অর্থঃ পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সূরা ইসরা, ১৭:১)

এখানে আল্লাহ রাসূল সাঃ এর ভ্রমণের কথা বলার পূর্বেই আয়াতের শুরুতে سبحان الذي বলে শুরু করেছেন। বর্ণনার শুরুতে এই শব্দ আনার দ্বারা আরবী বাকরীতি অনুযায়ী বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসরা ও মিরাজের এই ভ্রমণ মানুষের কাছে যতই বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন, তা আল্লাহর অসীম

কুদরত ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহর পক্ষে তা অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহর এই বর্ণনারীতি পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, ইসরা ও মিরাজের এই ভ্রমণ হয়েছিল দৈহিকভাবে, জাগ্রত অবস্থায়। কারণ, দৈহিকভাবে জাগ্রত অবস্থায় এই ভ্রমণই হতে পারে আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন। স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষ চাঁদেও যেতে পারে, কিন্তু সেটা আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং মানুষের জন্য স্বপ্নযোগে ভ্রমণ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই, এই আয়াতের বাকরীতি থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল সাঃ এর এই ভ্রমণ হয়েছিল স্বশরীরে।

এই আয়াতে আল্লাহ রাসূল সাঃ এর ভ্রমণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে أسرى শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটি দৈহিকভাবে নৈশকালীন ভ্রমণের অর্থেই ব্যবহৃত হয়, স্বপ্নযোগে বা কাশফ-কারামতের মাধ্যমে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। যেমন, লুত আঃ এর প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন-

قَالُوا يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

অর্থ- অর্থঃ মেহমান ফেরেশতাগন বলল- হে নৃত (আঃ) আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছাতে পারবে না। বাস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর

বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়? (সূরা হুদ, ১১:৮১)

এই আয়াতে আল্লাহ লূত আঃ এর রাত্রিকালীন সফরের কথা বলতে ও أسرى শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই,বোঝা যায় রাসূল সাঃ এর এই ভ্রমণ রাত্রিবেলা এবং স্বশরীরে হয়েছিল।

আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল সাঃ এর পরিচয় দিয়েছেন عبده বলে। عبده এক বলা হয় রক্ত-মাংসের সমন্বয়ে গঠিত জীবন্ত মানুষকে। প্রাণহীন দেহকে বলা হয় جسد/جسم আর দেহবিহীন প্রাণকে বলা হয় روح.

যখন جسد/جسم এর সাথে روح এর সমন্বয় হয়, তখন তাকে বলা হয় عبد. তাই নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, রাসূল ভ্রমণ স্বশরীরে জীবন্ত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নযোগে বা রূহানী মাধ্যমে নয়।

ما زاغ البصر وما طغى -তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি- এই আয়াতে স্পষ্টভাবে চোখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চোখ মানুষের শরীরের একটি অংশ, রূহের নয়। তাই, ইসরা ও মিরাজের রাত্রিতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী রাসূল সাঃ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছিলেন, অন্তর্চক্ষু নয়। অর্থাৎ ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল স্বশরীরে, স্বপ্নের মাধ্যমে নয়। বুরাক নামক সাওয়ারীতে রাসূল সাঃ কে আরোহণ করানো হয়েছিল। বাহনে আরোহন করা ও ভ্রমণ করা শরীরের পক্ষেই সম্ভব। স্বপ্নের মাধ্যমে এই ভ্রমণ হয়ে থাকলে বাহনের কোন প্রয়োজন হত না। কারণ, মানুষ

স্বপ্নের মাধ্যমে বিশ্বজগতের যেকোন জায়গায় যেতে পারে, কোন বাহনের প্রয়োজন হয় না।

যদি ইসরা ও মিরাজ স্বপ্নযোগে হয়ে থাকে তবে রাসূল সাঃ তা কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করার জন্য ইতস্তত করতেন না। কারণ, স্বপ্নে মক্কা থেকে জেরুজালেম এমনকি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত ভ্রমণ করা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর যদি স্বপ্নের মাধ্যমেই রাসূল সাঃ এর এই অলৌকিক ভ্রমণ হয়ে থাকে তবে কুরাইশগণ তা নিয়ে হাসি-তামাশা করত না। তারা রাসূল সাঃ এর কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বাণিজ্য কাফেলার আগমনও পরীক্ষা করে দেখত না। কারণ, স্বপ্নের মাধ্যমে এই ভ্রমণ অসম্ভব কিছু নয়।

আবু বকর রাঃ বলেছিলেন, “আমিতো বিশ্বাস করি যে, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসে। তাহলে এই ভ্রমণ আর এমন কী?” যদি রাসূল সাঃ এর এই ভ্রমণ স্বপ্নের মাধ্যমে হত, তাহলে আবু বকর রাঃ জিবরীল এর ওহী নিয়ে আসার সাথে এই ঘটনার তুলনা দিতেন না। আসমান থেকে একজন মানুষের কাছে ওহী নিয়ে আসা যেমন বিস্ময়কর ব্যাপারে তেমনি একরাতে স্বশরীরে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাও বিস্ময়কর ব্যাপারে। অর্থাৎ আবু বকর রাঃ এর আকীদা ছিল- ইসরা ও মিরাজ স্বশরীরে হয়েছিল, কোন স্বপ্নের মাধ্যমে হয়নি।

হাতে গোণা ২/৩ জন সাহাবী ও তাবেঈর মত ছিল যে, এই ভ্রমণ হয়েছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। কিন্তু এর বিপরীতে প্রায় সকল সাহাবী, তাবেঈ এবং পূর্ববর্তী সকল ইমাম ও আলেমদের স্বীকৃত মত এটাই যে, ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল রাসূল সাঃ এর স্বশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায়।[1]

যদি মিরাজকে সশরীরে না বলে স্বপ্নযোগে বলা হয়, তাহলে এটা রাসুলুল্লাহ সা.-এর মুজিজা বলে সাব্যস্ত হয় না। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো، মিরাজ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি মুজিজা। আর মুজিজা হলো নবিদের থেকে প্রকাশিত আলৌকিক কোনো ঘটনা বা বিষয়। সুতরাং এটা মুজিজা তখনই সাব্যস্ত হবে، যখন এ কথা মানা হবে যে، রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সশরীরে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কারণ এমনটা স্বাভবিক নিয়মে অসম্ভব ছিল، কিন্তু মুজিজা হওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নযোগে মিরাজের দাবি করলে এটাকে মুজিজা বলার কোনো সুযোগ থাকে না। (দ্রষ্টব্য- মাআরিজুল কবুল: ৩/১০৬৭، প্রকাশনী: দারু ইবনিল কাইয়িম، দাম্মাম)

সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত যে ، মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বোরাকে আরোহন করিয়ে ভ্রমণ করানো হয়েছে। আর বোরাক অস্বাভাবিক দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি

বিশেষ প্রাণী, যা দেহবিশিষ্ট কোনো কিছুর জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য বিশেষভাবে বোরাকের ব্যবস্থা করাই প্রমাণ করে যে، তাঁর মিরাজ সশরীরে হয়েছিল। কেননা، রুহের জন্য এমন কোনো প্রাণী বা যানবাহনের প্রয়োজন পড়ে না। ' (দ্রষ্টব্য- তাফসিরু ইবনি কাসির: ৫/৪১، প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা، বৈরুত)

এছাড়াও আরও অনেক দলিল রয়েছে ، যা থেকে প্রমাণ হয় যে ، আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিরাজ স্বপ্নযোগে নয় ؛ বরং সশরীরে ছিল। যারা সত্যপ্রত্যাশী، তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।[2]

[1]তথ্যসূত্র: IOM Seerah Sheets

[2]তথ্যসূত্র: বই -বাস্তবতার নিরিখে শবে মিরাজ: মুফতী তারেকুজ্জামান

যেখান হতে মি'রাজ আরম্ভ

১। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন : আমি হাতীমের মধ্যে শায়িত ছিলাম। -বুখারী

২। আর একটি হাদীসে রয়েছে, "তিনি শিয়াবে আবি তালিবে ছিলেন।" -ওয়াকিদী

৩। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয় নবী উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। -তিবরানী

৪। আরো একটি হাদীসে পাওয়া যায়, হুজুর নিজ গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার গৃহের ছাদ ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। -বুখারী

ব্যাখ্যা - {ক} উপরোল্লিখিত হাদীসগুলির সামঞ্জস্য এরূপে হবে যে, উম্মে হানীর ঘর 'শিয়াবে আবি তালিবের' নিকটে ছিল । হুজুর (সঃ) সেই ঘরে রাত্রি যাপন করছিলেন, নিজের বিশ্রামাগার হিসাবে সেটিকেই আপন ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। সেখান হতে তাকে হাতীমে আনা হয়েছিল, ঘুমের ঝুঁকি তখনও যায় নাই, তাই হাতীমে এসে আবার একটু শুয়ে পড়লেন। [১]

উপটীকা- (১) বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, মি'রাজ কয়েক বার হয়েছিল। তাহলে বলা যেতে পারে যে, এক বার হাতীম হতে আবার "শিয়াবে আবি তালিব' হতে, আর একবার উম্মে হানীর গৃহ হতে, অনুরূপভাবেই কোন এক সময় নিজ গৃহ হতে মি'রাজ হইয়াছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(উপটীকা শেষ)

{খ} ঘরের ছাদ ফাঁক হওয়ার মধ্যে এই হিকমাত-দর্শন রয়েছে যে,

এই রজনীতে তার মাধ্যমে সর্বসাধারণের ক্ষমতার বহির্ভূত যে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হবে, তা যেন তিনি ছাদের ফাঁক দেখিয়া প্রথম হতেই উপলব্ধি করতে পারেন। {১} উপটীকা : {১} কুরআনে আল্লাহ তাআলা ফরমাইছেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

-নিশ্চয় যারা হুজরার বাহির হতে আপনাকে ডাকে, তাদের অনেকের জ্ঞান নাই।

- হুজুরাত, রুকু-১, আয়াত-৪

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ

—হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিও না। - পারা-২২, আহযাব, রুকু-৭, আয়াত ৫৩

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল, প্রিয়তম নবীকে বাহির হতে আহ্বান করা যাইবে না এবং বিনা অনুমতিতে তাঁহার ঘরে আসাও যাবে না। ফেরেশতাগণ মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। এই দিকে হুজুর ঘরের ভিতর নিদ্রিত

রয়েছেন, তাই বাহির হতে ডাকা যাচ্ছে না এবং ঘরের ভিতর আসাও যাচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে দুই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

{ক} যেই ঘরের ছাদ নাই সেটি ঘর হিসাবে গণ্য নয়, অতএব সেখানে যাইতে অনুমতি লাগবে না।

[খ] দ্বিতীয়তঃ দরজা দিয়া আসলে অনুমতির প্রয়োজন, কিন্তু উপর হতে ছাদের পথে নীচের দিকে আসার জন্য মনে হয় অনুমতির প্রয়োজন নাই। বোধহয় অনুমতি হইতে বাঁচার জন্য ছাদ ফাঁক করে এই বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন ।

বক্ষ বিদীর্ণ

হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করে তার পেটের ঊর্ধ্ব হতে নিম্নদেশ পর্যন্ত ফাঁড়া হয়েছিল এবং তার কলব বাহির করে স্বর্ণ তশতরীতে সুরক্ষিত জমজম শরীফের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছিল।

আবু যার : মুসলিম

আরেকটি সূত্রে বর্ণিত, উক্ত তরীতে ঈমান ও জ্ঞান ভর্তি ছিল। সেই ঈমান ও জ্ঞান দ্বারা কলবকে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। অতঃপর কলবকে তার নিজ স্থানে রেখে জখম ভাল করে দিয়েছিল। {১}

(মালিক বিন ছু'ছু' : মুসলিম)

ব্যাখ্যা- [ক] ফেরেশতাগণ তার কলব জমজম শরীফের পানি দ্বারা ধৌত করলেন, অথচ হাউজে কাউসারের পানি আনলেন না কেন? এর উত্তরে বিদ্বানগণের কেউ কেউ বলেছেন, হাউজে কাউসার হতেও জমজমের পানি উত্তম। -শাইখুল ইসলাম বালকীনী

(খ) স্বর্ণ নির্মিত তশতরী ব্যবহার করা হারাম, তবুও কেন এখানে ব্যবহৃত হল? এর জওয়াব কয়েক ধরনে দেওয়া যায়।

১ম জওয়াব ঃ স্বর্ণ ব্যবহার তখন হারাম ছিল না, মদীনায় যাওয়ার পর হারাম হয়েছিল । (ফতহুল বারী)

উপটীকা : (১)

الم نشرح لك صدرك

--আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিই নাই?

- পারা-৩০, সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত-১

২য় জওয়াব ঃ মি'রাজের ঘটনাসমূহ আখেরাতের ঘটনার সমতুল্য । আর আখেরাতে স্বর্ণ ব্যবহার বৈধ।

৩য় জওয়াব : হুজুর নিজে স্বর্ণ ব্যবহার করেন নাই। ফেরেশতাগণের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার অবৈধ নয়।

-ইবনে আবি হামযা ।

{গ} তরীর মধ্যে ঈমান ও জ্ঞান থাকার ব্যাখ্যা এই যে, তরীতে আল্লাহর কুদরতের গায়েবী এমন ধাতু ছিল, যাতে ঈমান ও জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। যেরূপভাবে পৃথিবীতে কোন কোন ধাতু-পাথর এমন রয়েছে, যেইগুলি ব্যবহার করলে অন্তর ও মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ে এবং আরাম পাওয়া যায়। { মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার উপকার লাভ করা যায়।} ঈমানের স্থান অন্তরে আর জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে । ঈমান ও জ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্তর ও মস্তিষ্কের অস্তিত্বের উপর। এই কারণেই অন্তর ও মস্তিষ্কের নাম না বলে ঈমান ও জ্ঞানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (এরূপেই ইমাম নাববী ব্যাখ্যা করেছেন।)

প্রকাশ থাকে যে, বিখ্যাত বর্ণনা মতে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ তিন বার হয়েছিল। প্রথম বার ৪র্থ বৎসর বয়সে ধাত্রীমাতা হালীমার (রাঃ) গৃহে। দ্বিতীয় বার হেরা পর্বতের গুহায় কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং তৃতীয় বার এই মি'রাজ রজনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য আর এক সূত্রে বর্ণিত, তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ চারি বার হয়েছিল।

এই সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণের মধ্যে বহু হিকমাত রয়েছে। যার মধ্য হতে মাত্র কয়েকটি হিকমাত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যেমন- প্রথম বার বক্ষ বিদীর্ণের মধ্যে মানবীয় বালকসুলভ অবস্থা ও ছেলেমী ভাব দূরীভূত করা মাকছুদ ছিল।

দ্বিতীয় বারে তাঁহাকে কুরআন ধারণ করার উপযোগী করা হয়েছিল। মহাগ্রন্থ কুরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ আমানাত। এই মহা পবিত্র আমানাত রাখবার জন্য সর্বোত্তম পাত্রের প্রয়োজন, সেইজন্য সিনা চাক করে হুজুরের অন্তরকে কুরআন রাখার মহা পবিত্র ভান্ডাররূপে গণ্য করা হল ।

অনুরূপভাবে মি'রাজ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণের মধ্যেও অনেক হিকমাত থাকবে। যিনি মায়ের পেট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে বসবাস করছেন, বিশ্বজগতের আবহাওয়ার সহিত মিলে মিশে ৫২ বৎসর পর্যন্ত জীবন যাপন করেছেন, সেই একই মানুষ তিনি আজ এই পৃথিবী ছেড়ে অন্যান্য অনেক জগত ভ্রমণে চলে যাবেন, প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাস, তারপর মহাশূন্যে, এরপর আসমানে; অতঃপর সিদরাতুল মুন্তাহা যেয়ে উপস্থিত হবেন। আবার বেহেশত ও দোযখ পরিদর্শন করবেন, তিনি আরশ ও কুরসীসহ আজ অনেক কিছু অবলোকন করবেন, নূরের জগত পার হয়ে এক বিশেষ স্থানে যেয়ে পৌঁছাবেন। এমনকি আলমে বারযাখের

বিষয়সমূহ দেখবার পর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে দুই চোখে অবলোকন করবেন। আসলে তিনি আল্লাহকে দেখেছেন কিনা; তাহা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আজ এই সকল কুদরাত দেখবার

ও বুঝবার জন্য তিনি রওনা দিচ্ছেন। অতএব অদ্যকার বক্ষ বিদীর্ণ দ্বারা তাকে সেই সকল জগতে সুস্থ শরীরে চলাফেরা করার উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এই বক্ষ বিদীর্ণ করার কারণে কোথাও তার শরীর অসুস্থ হয় নাই, মস্তিষ্কে ব্যাঘাত ঘটে নাই এবং কর্ণ বন্ধ হয় নাই, চক্ষু টলে নাই। এক কথায় তার দেহ ও মন-মগজ সবই ঠিক ছিল।

আজকাল বিজ্ঞানীগণও এই নিয়ম পালন করে থাকেন। তাদের মধ্য হইতে কাহাকেও মহাশূন্যে পাঠাতে হলে তারা উক্ত ব্যক্তিকে মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী করার জন্য ইনজেকশন দিয়া থাকেন ও বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ সেবন করবার ব্যবস্থা করেন। এমনকি তারা মহাশূনাচারীকে পৃথক ধরনের পোশাক পড়িয়ে এবং কিছু যন্ত্র শরীরের সহিত লাগিয়ে আরো অনেক ব্যবস্থার পর মহাশূন্যে পাঠিয়ে থাকেন।

তথ্যসূত্র : মি'রাজ ও বিজ্ঞান- মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহি:

WWW.ALMODINA.COM



বুরাকের বর্ণনা

ঐ জন্তটির নাম বুরাক। ওর বর্ণনা সা'লাবীর দুর্বলসূত্রে আছে যে, ওর চেহারাটা মানুষের চেহারার মতো। ওর পায়ের ক্ষুরটা জন্তুদের পায়ের ক্ষুরের মত। ওর লেজটা বলদের লেজের মতো। ওর আগেপিছেটা ঘোড়ার মতো। ওকে যখন রাসূলুল্লাহর কাছে আনা হয় তখন সে লাফালাফি করতে থাকে। ফলে জিবরাঈল তাঁকে ছুঁয়ে বলেন, হে বুরাক । তুমি মুহাম্মাদ থেকে লাফালাফি করো না। আল্লাহর কসম! তোমার উপর এমন কোন ফিরিশতা চড়েনি এবং এমন কোন প্রেরিত নবী সওয়ার হননি, যিনি মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন এবং তিনি আল্লাহর নিকটেও তাঁর চেয়ে মর্যাদাবান হতে পারেন।

তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা

তিরমিযীতে আনাসের বর্ণনায় আছে, তখন বুরাকটি ঘামে ভিজে যায়। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, বুরাকটি তখন কাঁপতে থাকে। পরিশেষে সে যমীনে ঠেকে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাতে সওয়ার হন। নাসায়ীতে আনাসের বর্ণনায় আছে, ঐ বুরাকটিকে অন্যান্য নবীদের

জন্যও নিয়োজিত করা হতো। বিশিষ্ট তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, এ বুরাকটি সেই জন্তু, যাতে চড়ে ইবরাহিম নবী (সিরিয়া থেকে মক্কায় তাঁর পুত্র) ইসমাঈলকে দেখতে আসেন। ঐ বুরাকটির দৃষ্টি যতদূর যেত ততদূরে তার পা পড়তো । ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা

বায়তুল মুকাদ্দাসে রওয়ানা



আনাসের বর্ণনার ইবনে জারীর বলেন, বুরাকে চড়ার পর রাসূলুল্লাহ জিবরীলের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হন। হঠাৎ

রাস্তার এক দিকে তিনি একটি বুড়ীকে দেখতে পান। তিনি বলেন, এটা কে? হে জিবরাঈল। তিনি বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ। তিনি চলতে থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি জিনিস তাঁকে ডাকলো, আসুন, হে মুহাম্মাদ! তখন জিবরাঈল তাঁকে বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তাই তিনি চলতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছু সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা, হে হাশির (যাঁর পরে কেউ নেই) । তখন তাকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি সালামের জওয়াব দিন। তাই তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁদেরকেও তিনি ঐরূপ বললেন। পরিশেষে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তাঁর কাছে পানি ও মদ এবং দুধ পেশ করা হল । তখন রাসূলুল্লাহ দুধ

টাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি স্বভাবজাত প্রকৃতিকে পেয়ে গেছেন। আপনি যদি পানিটা পান করতেন তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং আপনার উম্মতও ডুবে যেত। আর আপনি যদি মদটা পান করতেন তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং আপনার উম্মত বিভ্রান্ত করে যেত, তারপর জিবরাঈল বলেন, সেই বুড়ীটা যাকে আপনি রাস্তার ধারে দেখেছিলেন সে হচ্ছে পৃথিবীর সেই অংশ যতটা বয়স এই বুড়িটার বাকী আছে। আর সে চেয়েছিল যে, আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিল আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে চেয়েছিল যে, আপনি তার

দিকে ঝুঁকে যান। আর যাঁরা আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইবরাহিম এবং মুসা ও ঈসা (তাফসীরে ত্ববারী, ১৫ খণ্ড, ৫ম পৃষ্ঠা)। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, এর কোন কোন শব্দে আপত্তি এবং অভিনবত্ব আছে ।

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা

মুসনাদে বাযযার ও ত্ববারানীতে এবং বাইহাকীর দালায়িলুন নুবুওয়াতে শাদ্দাদ ইবনে আওসের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেন, যখন আমরা খেজুর গাছওয়ালা একটি যমীনে পৌঁছলাম তখন জিবরাঈল বলেন, আপনি এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম । তারপর আমরা বুরাকে চড়লাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভাল জানেন। এবার জিবরাঈল বললেন, আপনি নামায পড়লেন, ইয়াসরিবে (মদীনা শরীফের পুরাতন নাম) তথা ত্বইবাতে। নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, এটাই আপনার হিজরতের জায়গা হবে ইনশাআল্লাহ!

অতঃপর বুরাকটি চলতে লাগলো এবং যেখানে তার দৃষ্টি পড়েছিল সেখানে সে তার পা-টি ফেলছিল। তারপর আমরা একটি জায়গায় পৌঁছিলাম । জিবরাঈল আমাকে বলেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম । অতঃপর জিবরাঈল

বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বললেন, আপনি মাদইয়ান শহরে নামায পড়লেন, মুসার গাছের নীচে। অন্য বর্ণনায় আছে, এটা সিনাই পর্বত। সেখানে আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছিলেন।

অতঃপর বুরাকটি তার দৃষ্টি পর্যন্ত পা ফেলে চলতে লাগলো। তারপর আমরা একটা জায়গায় পৌঁছিলাম। যার সৌধগুলো আমাদের সামনে প্রকাশিত হল। তখন জিবরাঈল বললেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম। তারপর আমরা বুরাকে চড়লাম। অতঃপর জিবরাঈল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা তারপর বুরাক আমাদের নিয়ে চলল। পরিশেষে আমরা ইয়ামনী দরজা দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের শহরে ঢুকলাম। অতঃপর আমি মসজিদটির কিবলার দিকে এলাম। তারপর তিনি ওখানে বুরাকটি বাঁধলেন। তারপর আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে আকসায় ঢুকলাম । অতঃপর আমার খাতিরে নবীদের জমায়েত করা হল। তারপর জিবরাঈল আমাকে এগিয়ে দিলেন। পরিশেষে আমি তাঁদের এমামতি করলাম ।

তফসীর দুররে মানসুর, ৪র্থ খণ্ড, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৪ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা বাইহাকির দালায়িলুন নুবুওয়াতে ও ইবনে আসাকিরে আবু সায়ীদ খুদরীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ পরে বলেন, আমি যখন বুরাকে চড়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন একজন আহ্বানকারী ডান দিক থেকে ডাক দেয়, হে মুহাম্মাদ । আমাকে দেখুন । আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি জওয়াব দিইনি। তারপর একজন আহ্বানকারী বাম দিক থেকে আমাকে ডাক দেয়, হে

মুহাম্মাদ! আমাকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব, কিন্তু আমি জওয়াব দিইনি। তারপর আমরা চলতেই থাকি। ইত্যবসরে একটি নারী তার বাহু দু'টি উলঙ্গ করে এবং সবরকম সৌন্দর্য যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার উপরে তা রয়েছে । অতঃপর সে বলে, হে মুহাম্মাদ! আমাকে দেখুন আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব। আমি তার দিকে তাকালাম না। পরিশেষে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে গেলাম। অতঃপর আমি আমার জন্তুটাকে সেই চক্রে বাঁধলাম, যাতে নাবীগণ (তাঁদের জন্তুগুলো) বাঁধতেন ।

তারপর আমি পথিমধ্যে আমাকে আহ্বানকারীদের সম্পর্কে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, ডানদিকের আহ্বানকারীটি ইহুদী। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত্ত ইহুদী হয়ে যেতো। বামদিকের আহ্বানকারীটি

ক্রিস্টান। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত খ্রিস্টান হয়ে যেতো। আর উলঙ্গ বাহু রংঢং করা নারীটি এ পৃথিবী। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত্ত পরকালের উপর এই দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত। (প্রথমোক্ত ২৬৬ পৃষ্ঠা)

তারপর আমি এবং জিবরাঈল বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম । অতঃপর আমাদের প্রত্যেকেই দু'রাকাআত নামায পড়লাম । তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ১২-১২ পৃষ্ঠা

মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণের পথে শিক্ষণীয় ঘটনা...

ইমাম বাযযার ও আবু ইয়া'লা এবং ইবনে জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনে জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারঅযী তাঁর কিতাবুস সলাতে আর ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে মারদোয়াহে প্রমুখ আবু হুরায়রার বর্ণনায় মিরাজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতঃ বলেন, বুরাকে চড়ে রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন যখন মক্কা থেকে সফর শুরু করেন তখন তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে যান, যারা একদিনে চাষ করছে এবং ঐ একদিনেই ফসল কাটছে। যখন তারা তা কাটছে তখনই তা আবার তৈরীও হয়ে যাচ্ছে। তাই নবী বলেন, হে জিবরাঈল! এরা কে? তিনি বলেন, এরা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী । এদের

নেকীগুলো সাতশো গুণ করা হচ্ছে। আর এরা যেসব জিনিস খরচ করেছে তারই বদলা আল্লাহ তাদেরকে দিচ্ছে।

তারপর তিনি তার ভ্রমণে একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন যাদের মাথাগুলো পাথর দিয়ে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে । যখনই তা চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তখনই তা আবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ কাজ থেকে তাদের বিরাম নেই । অই তিনি শুধু বললেন, এরা কারা হে জিবরাঈল। তিনি বললেন, এরা তারা, যারা নামাযের পরোয়া করতো না ।

ভারপর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের সামনে একটি হাঁড়িতে রাঁধা গোশত এবং অন্য হাঁড়িতে পচাসড়া গোশত রয়েছে। অতঃপর তারা পচাসড়া মাংসটা খাচ্ছে এবং রাঁধা পবিত্র মাংসটা ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এরা

আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি যার কাছে হালাল (বিয়ে করা) স্ত্রী আছে। তথাপি সে নাপাক নারীর কাছে আসে । অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তেমনি সেই নারী যার কাছে হালাল স্বামী আছে। অথচ সে নাপাক পুরুষের কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তারপর তিনি একটি পাথরের কাছে এলেন, যা প্রশ্নের উপরেই ছিল। অতঃপর ওর পাশ দিয়ে যে

কাপড়ই অতিক্রম করছিল সেটাকে তা ছিড়ে ফেলছিল। তিনি বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বলেন, এটা আপনার উম্মতের সেই সম্প্রদায়গুলোর উদাহরণ যারা রাস্তায় বসে, অতঃপর তারা ডাকাতি ও রাহাযানী করে ।

তারপর তিনি একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা কাঠের একটা বিরাট বোঝা জড় করে রেখেছে, যা সে বইতে পারছে না। অথচ তার উপরে সে আরো বোঝা চাপাচ্ছে। তাই তিনি এ বললেন, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বলেন, এরা আপনার উম্মতের এমন লোক, যাদের কাছে লোকেদের আমনত জমা রয়েছে। সেগুলোকে সে আদায় করতে পারছে না । অথচ সে ওর উপরে আরো বোঝা চাপাচ্ছে।

তারপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের জিভগুলো ও ঠোঁটগুলো জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। তা যখনই কাটা হচ্ছে তখনই সেটা আবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। যেমন তা ছিল । তা থেকে তাদের বিরাম দেয়া হচ্ছে না। তিনি প্রশ্ন বললেন, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এরা ফেতনাবাজ বক্তা ।

তারপর তিনি একটি ছোট্ট পাথরের কাছে এলেন, যার ভেতর থেকে একটা বিরাট বড় বলদ বের হচ্ছে। তারপর ঐ বলদটি ওর মধ্যে ফিরে

যেতে চাইছে সেখান থেকে সে বের হয়েছিল। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই তিনি ই বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল। তিনি বলেন, এই ব্যক্তিটি বড় বড় কথা বলছে । যার জন্য সে লজ্জিতও হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে সে ফেরত নিতে পারছে না।

তারপর তিনি এই একটি পাহাড়ী উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা সুগন্ধি এবং মেশকের খোশবু পেলেন। আর একটি আওয়াযও শুনতে পেলেন। তাই তিনি বললেন, হে জিবরাঈল। এটা কী? তিনি বললেন, এটা জান্নাতের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনি তা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন? এমতাবস্থায় অনেক হয়ে গেছে আমার কামরাগুলো ও রকমারী রেশমী সাজ-সজ্জা এবং আমার লোটা ও বাহনাদি আর আমার মধু ও পানি এবং আমার দুধ ও মদ প্রভৃতি। তাই আপনি আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য আছে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং ঈমানদার নর ও ঈমানদার নারী । তখন জান্নাত বললো, আমি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি এর আর একটি উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ভয়ংকর আওয়াজ শুনলেন ও দুর্গন্ধময় গন্ধ পেলেন।

তাই তিনি ﷺ বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের ধ্বনি । সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে তা দিন যার ওয়াদা আমার সাথে আপনি করেছেন। কারণ,

অনেক হয়ে গেছে আমার শিকল ও বেড়ী এবং শাস্তি। আর আমার গভীরতা আরো গভীর হয়েছে এবং আমার তাপটা প্রচণ্ড হয়েছে। তাই আপনি আমাকে দেয়া আপনার ওয়াদাটা পূরণ করুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য রয়েছে প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিকতাকারী, যে

হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করে না। তখন জাহান্নাম বললো, আমি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে এলেন। অতঃপর বুরাকটাকে একটি পাথরে বেঁধে মাসজিদে ডুকলেন।

(তাফসীরে দুররে মানসূর, ৩য় খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

হুরদের সাথে কথাবার্তা

ইবনে মারদুবিয়াহ বর্ণনা করেছেন, জিবরাঈল ও মুহাম্মাদ এর যখন মসজিদটির বারান্দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মাদ। আপনি কি আপনার পালনকর্তার কাছে এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি আপনাকে হুরে-য়ীনদের (জান্নাতের সুলোচন নারীদের) সাক্ষাৎ করাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল বললেন, তাহলে চলুন সেসব নারীদের দিকে । অতঃপর তাদেরকে আপনি সালাম দিন তারপর আমি তাদের কাছে এলাম । অতঃপর তাদেরকে আমি সালাম দিলাম তারপর তারা আমাকে সালামের জওয়াব দিল । অতঃপর আমি বললাম, আপনারা কারা? তারা বললো, আমরা সর্বোত্তম সুন্দরী (হরগণ)। সংগী সম্প্রদায়ের বিবি । যারা পাক পবিত্র। তাই তারা হবেন না অপবিত্র। তারা স্থিতিশীল। তাই তারা হয় না ভ্রমণশীল। তারা চিরজীবি। তাই তারা হবে না মরণশীল। তারপর আমি ফিরে এলাম। অতঃপর আমি একটু অবস্থান করলাম। পরিশেষে বহুলোক জড় হল। তারপর মুয়াযযিন

আযান দিল এবং একামত দেয়া হল। তাই আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম । অতঃপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর জিবরাঈল আমার হাতটা ধরে আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন । তাই আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম। অতঃপর যখন আমি সালাম ফিরালাম তখন জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি জানেন যে, আপনার পেছনে কারা নামায পড়লেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনার পেছনে নামায পড়লেন প্রত্যেক নবী যাঁকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

তাফসীর দূররে মানসূর, ৩য় খণ্ড, ২৬০ ২৬১ পৃষ্ঠা আনাসের বর্ণনায় আছে, তিনি মাসজিদে ঢুকে প্রথমে দু'রাকআত (মাসজিদ সালামীর) নামায পড়েন। মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা- আবু সায়ীদের বর্ণনায় আছে, তারা দু'জনই ওখানে নামায পড়েন।

বাইহাকী, তাফসীর ইবনে কাসীর

আসমান ভ্রমন

১ম আকাশে আরোহণ :

আবু সায়ীদ খুদরীর বর্ণনায় আছে, নবী বলেন, আমি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কর্মসূচী থেকে অবসর পেলাম তখন একটি সিঁড়ি আমার কাছে আনা হল। এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি দেখিনি। এটাই সিঁড়ি যার দিকে মরণাপন্ন ব্যক্তি চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মরণ হাযির হয়। অতঃপর জিবরাঈল আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। পরিশেষে আমি আকাশের দরজাগুলোর মধ্যে একটি

দরজার কাছে পৌঁছুলাম । যার নাম বাবুল হাফাযাহ্ তথা সংরক্ষিতকারীদের দরজা। তাতে একজন ফিরিশতা আছে। যার নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে বার হাজার ফিরিশতা আছে। ওদের মধ্যকার ফিরিশতার অধীনে বার হাজার করে ফিরিশতা আছে। যার নাম ই তাফসীরে ত্ববারী, ১৫ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা । তাহযীবু সীরাতি ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা

আদম আ: এর সাথে সাক্ষাত

বাইহাকীর বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী ফিরিশতার নাম ইসমাঈল। তাঁর সামনে আাছে সত্তর হাজার ফিরিশতা। এর প্রত্যেক ফিরিশতার সাথে এক লাখ ফিরিশতার বাহিনী আছে তিনি বলেন, অতঃপর জিবরাঈল আকাশটির দরজা খোলা প্রার্থনা করলেন। বলা হল, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল । আবার বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল তাঁর কাছে লোক পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম আ কে সেই আকৃতিতে দেখা গেল যে-আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে প্রথম দিনে সৃষ্টি করেছিলেন । তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা

অতঃপর তাঁর কাছে তাঁর ঈমানদার সন্তানদের রূহগুলো পেশ করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলছিলেন, পবিত্র আত্মা ও পবিত্র দেহ। এদেরকে তোমরা ইন্দ্রিয়ীনে রাখো। তারপর তাঁর কাছে পাপী দুরাচারদের রূহগুলো পেশ করা হল। তিনি বলছিলেন, বদমায়েশ আত্মা ও অপবিত্র দেহ । এদেরকে তোমরা সিজ্জীনে রাখো। অতঃপ্তর আমি একটু আগে বাড়লাম, হঠাৎ কিছু দস্তরখানা নযরে পড়বো। যাতে কাটা কাটা, গোশতের টুকরো রয়েছে। ওর কাছে

কেউই আসছে না। আবার কিছু দস্তরখানা দেখলাম যাতে দুর্গন্ধযুক্ত মাংস রয়েছে। ওর কাছে কিছু লোক রয়েছে যারা ও থেকে কিছু খাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল এরা কারা। তিনি বললেন, এরা আপনারই উম্মত তারা, যারা হারামের কাছে আসতো এবং হালালকে ছেড়ে দিত।

এতিমদের মাল আত্মসাৎকারীর অবস্থা:

তারপর আমি আরেকটু অতিক্রম করলাম। আকস্মাৎ এমন সম্প্রদায়ের দেখা পেলাম, যাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠোটের মতো। অতঃপর তাদের মুখগুলো খোলা হচ্ছে। তারপর তাতে অঙ্গারের লোকমাহ (গ্লাস) দেয়া হচ্ছে। তারপর তা তাদের নীচে দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। অতঃপর আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে চীৎকার করতে শুনলাম। তাই আমি বললাম, এরা কারা? হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের মালধন খেত। তারা নিজেদের পেটের মধ্যে কেবলমাত্র আগুন খেতো। তাই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

ব্যাভিচারিণী, সুদখোর ও পরনিন্দার শাস্তি:

তারপর আমি আরেকটু অতিক্রম করলাম। অতঃপর এমন নারীদের দেখলাম, যারা নিজেদের স্তনগুলোতে ঝুলছে। অতঃপর আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে চিৎকার করতে শুনতে পেলাম। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা আপনার উম্মতের ব্যভিচারিণীগণ। অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে, এরা

পরপুরুষের বীর্যে জন্মলাভ করা সন্তানদেরকে নিজ স্বামীর ঘাড়ে চাপায় । তাহযী সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা

তারপর আমি একটু আগে বাড়লাম। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখলাম, যাদের পেটগুলো ঘরের মতো। ওদের মধ্যকার কেউ যখনই দাঁড়াতে চায় তখনি সে পড়ে যায়। তাই সে বলছে, 'আল্লাহ গো! কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত করো না। অথচ ওরা ফিরআউন বংশের চলতি রাস্তায় রয়েছে। তাই যখন কোন পথিক আসছে তখন ওদেরকে মাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের তারা, যাঁরা সুদ খেত । এরা দাঁড়াতে পারে না, কেবল তার মতো দাঁড়ায় যাকে শয়তান ছুঁয়ে কুঁকড়ে দেয় ।

তারপর আমি একটু অতিক্রম করলাম । অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায়কে পেলাম যাদের পার্শ্বগুলো থেকে মাংস কাটা হচ্ছে। অতঃপর তারা সেটাকে খাবার লুকমাহ বানাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটাকে তোমরাও খাও যেমন তোমরা তোমাদের ভাইদের গোশত খেতে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের পরনিন্দাকারী ও একের কথা অপরকে লাগায় যারা ।

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, দালায়িদুন নুবুওয়াত্ ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা আবু ঘর এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ এই বলেন, আমি যখন প্রথম আকাশে চড়লাম তখন একজন লোককে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর ডানদিকে কিছুলোকের ছায়া দেখলাম এবং তাঁর

বামদিকে কিছুলোকের ছায়া দেখলাম। তিনি যখন ডানদিকে দেখছিলেন তখন তিনি হাসছিলেন। এবং যখন তিনি নিজের বামদিকে তাকাচ্ছিলেন তখন কাঁদছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সৎ নবীকেও সৎ-পুত্রকে স্বাগতম! তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি আদম। আর তাঁর ডান ধারের ছায়াগুলো হচ্ছে জান্নাতবাসী এবং বামধারে ছায়াগুলো জাহান্নামবাসী। তাই যখন তিনি ডানদিকে দেখছেন তখন হাসছেন এবং যখন বামদিকে দেখেছেন তখন তিনি কাঁদছেন। বুখারী, ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, বাবু কাইফা ফুরিযাতিস্ সলাত।

২য় আকাশে আরোহণ:

তারপর আমাদের ২য় আসমানে চড়ানো হল । অতঃপর জিবরাঈল দরজা খোলার প্রার্থনা করলেন। তখন বলা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল । বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ । বলা হল, তাঁর কাছে (দূত) পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল । হঠাৎ আমি দু' খালাতো ভাইকে পেলাম। তাঁরা হলেন ঈসা ইবনে মারইয়াম এবং ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া। তাঁরা দু'জন আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার ভালর জন্য দুআ দিলেন। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা,)

৩য় আকাশে আরোহণ:

তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল ৩য় আসমানে চড়লেন । অতঃপর দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল আবার বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবার বলা হল তাঁকে স্বাগতম । অতঃপর কি সুন্দর আগমন এটা। তারপর দরজা খোলা হল । অতঃপর যখন আমি (৩য় আকাশে) পৌঁছালাম তখন ইউসুফকে পেলাম । জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ। এঁকে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম । তিনি সালামের জওয়াব দিলেন, তারপর বললেন, সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম! বুখারী মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা অন্য বর্ণনায় আছে, ইউসুফকে দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে ।

মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা

আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো। তাহযীর সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা

৪র্থ আকাশে আরোহণ:

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চড়লেন। পরিশেষে ৪র্থ আসমানে এবং দরজা খোলার প্রার্থনা করলেন । তখন বলা হল, কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ । বলা হল, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা! অতঃপর যখন আমি (৪র্থ আকাশে) পৌছালাম তখন

ইদৱীসকে দেখতে পেলাম । জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদরীস । এঁকে সালাম করুন । তাই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। অতঃপর তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর বললেন, সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগত।

৫ম আকাশে আরোহণ:

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চড়লেন। পরিশেষে ৫ম আসমানে এলেন । তারপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা। অতঃপর দরজা খোলা হল । তারপর আমি যখন ৫ম আকাশে পৌঁছলাম তখন হারুনকে দেখা পেলাম । জিবরাঈল বললেন, ইনি হারূন । এঁকে সালাম করুন । তাই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জওয়াব দিয়ে বললেন, সৎ-ভাই ও সং নবীকে স্বাগতম! (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)। অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর (হারুনের) অর্ধেক দাড়ি সাদা এবং অর্ধেক দাড়ি কালো । আর লম্বার কারণে তা প্রায় নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। (দালা-য়িলুন নুবওআহ্, ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

৬ষ্ঠ আকাশে আরোহণ:

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চড়লেন। পরিশেষে তিনি ৬ষ্ঠ আকাশে এলেন । অতঃপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন।

বলা হল, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ । বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম। অতঃপর কি সুন্দর আগমন এটা! অতঃপর দরজা খোলা হল । তারপর যখন ৬ষ্ঠ আকাশে আমরা পৌঁছালাম তখন মুসাকে দেখা পেলাম । জিবরাঈল বললেন, ইনি মুসা। একে সালাম করুন তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জওয়াব দিয়ে বললেন,

সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম। অতঃপর আমি যখন আগে বাড়লাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, কিসে আপনাকে কাঁদালো? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এজন্য যে, একজন (আমার চেয়ে) কাঁচা বয়স্ককে আমার পরে নবী করে পাঠানো হয়েছে। যার উম্মত জান্নাতে বেশি প্রবেশ করবে তাদের চেয়ে যারা আমার উম্মতের মধ্য হতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় আছে, মুসাকে আমি পেলাম অধিক পশমওয়ালা বাদামী রং পুরুষ । তাঁর উপরে যদি দু'টি জামা থাকে তবুও তার পশম বোঝা যাবে । তিনি বলছিলেন, লোকেরা ভাবে যে, আমি আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত এর চেয়ে না; বরং ইনিই আমার চেয়ে বেশি সম্মানিত আল্লাহর নিকটে। দালা-শিলুন -সুবুঅহ ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, তাফসীর দুর্রে মানুসর, ৪র্থ খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা

৭ম আকাশে আরোহণ:

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চড়লেন । অতঃপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈ আবার বলা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ । ফের বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল,

৭ম আকাশে আরোহণ

তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চড়লেন। অতঃপর তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল আবার বলা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ । ফের বলা হল, তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে স্বাগতম! অতঃপর কি সুন্দর আগমন এটা! তারপর আমি যখন ৭ম আসমানে পৌঁছিলাম তখন ইবরাহিমকে দেখা পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি আপনার বংশ পিতা ইবরাহিম। এঁকে সালাম দিন। তাই আমি তাঁকে সালাম দিলাম । তিনিও সালমের জওয়াব দিয়ে বললেন, সৎ- পুত্র ও সৎ নবীকে স্বাগতম ।

তথ্যসূত্র- কুরআন হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শবে মেরাজ

মাওলানা মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন

কতিপয় দৃশ্য অবলোকন

জনৈক বুড়ি, এক বৃদ্ধ ও দুটি জামাতের দর্শনঃ

রাসুল যখন বোৱাকে আসীন হয়ে ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বজগতে উঠছিলেন সে সময় পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ মহিলাকে তিনি অতিক্রম করে যান। তখন বুড়িটি রাসূলকে ডাক দিলেন। জিবরীল বললেন, "সেদিকে লক্ষ্য না করে সামনে চলুন"। তিনি সেখানে বিলম্ব করতে দিলেন না। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর এক বৃদ্ধ লোককে তিনি দেখতে পেলেন। এই লোকটি রাসুলকে আহবান জানায় কিন্তু জিবরীল এবারও বললেন, তার দিকে না তাকিয়ে সামনে চলুন। রাসুল সেদিকে তাকালেন না। পরবর্তীতে একটি দলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা বলতে লাগল, "হে প্রথম আপনাকে সালাম যে সর্বশেষ আপনাকে সালাম। যে হাশরের সকলকে একত্রকারী। আপনাকে সালাম"। জিবরাঈল বললেন, "আপনি তাদের সালামের জবাব দিন। এরপর বললেন, "ওই বুড়ি হচ্ছে দুনিয়া। ওই বৃদ্ধার বয়স যে পরিমান অবশিষ্ট রয়েছে দুনিয়ার আয়ু সেই পরিমাণ অবশিষ্ট রয়েছে। পরবর্তী বৃদ্ধ ব্যক্তিটি হচ্ছে শয়তান। শয়তান আপনাকে ডাক দিয়েছিল মূলত তাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। পরবর্তী যে জামাতটি আপনাকে সালাম জানিয়েছে তারা হচ্ছেন মূসা আ: ও ঈসা আ: এর উম্মত।

ইবনে জারীর তাবারি এই হাদীসটি আনাস রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন।



কতিপয় পাপের শাস্তি দর্শনঃ

বেনামাযির শাস্তি

সহীহ বুখারীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, "আমরা এক শায়িত ব্যাক্তির বাড়ির কাছে আসলাম। তার মাথার কাছে পাথর হতে নিয়ে একজন লোক ছিল শায়িত ব্যক্তির মাথায় সেই পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে

তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মত গড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার তার মাথা ভাল হয়ে যাচ্ছে। দাড়ানো বাকি প্রথমবারের মত আবার আঘাত করছে এবং তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সফরসঙ্গী ফেরেশতাদাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ এব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করেছিল। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি এবং সে ফরজ নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকত। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী)

সুদখোরের শাস্তি

রাসূল সাঃ বলেন, আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে আসলাম। দেখলাম নদীতে একটি লোক সাঁতার কাটছে। নদীর তীরে অন্য একটি লোক কতগুলো পাথর একত্রিত করে তার পাশে দাড়িয়ে আছে সাতার কাটতে কাটতে লোকটি যখন নদীর কিনারায় পাথরের কাছে দাড়ানো ব্যক্তির নিকটে আসে তখন দাড়ানো ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পাথর মুখে নিয়ে লোকটি আবার সাঁতরাতে শুরু করে। যখনই লোকটি নদীর তীরে আসতে চায় তখনই তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেস্তারা বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের সুদখোর।

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি:

তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি ছিল উটের ঠোটের মত। তারা পাথরের টুকরোর মত আগুনের ফুলকি মুখের মধ্যে পুরতেছিল এবং সেগুলো পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হচ্ছিল।

ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি:

রাসুল সাঃ বলেনঃ "আমরা একটি তন্দুর চুলার নিকট আসলাম। যার উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার ভিতরে আমরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ নারী-পুরুষ। তাদের নিচের দিক থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করা হচ্ছে। অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার সাথে সাথে তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের ব্যভিচারী নারী- পুরুষ"। (বুখারী)

ব্যভিচারীর শাস্তির অন্য একটি চিত্রঃ

রাসূল সাঃ মিরাজের রাত্রিতে একদল লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাদের সামনে একটি পাত্রে গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। অদূরেই অন্য একটি পাত্রে রয়েছে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচাগোশত। লোকদেরকে রান্না করে রাখা গোশত থেকে বিরত রেখে পঁচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কাঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা চিৎকার করছে এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা থেকে ভক্ষণ করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল ফেরেশতাক জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কোন শ্রেণীর লোক? জিবরীল বললেনঃ

এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত পুরুষ লোক যারা নিজেদের ঘরে পবিত্র এবং হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অপবিত্র এবং খারাপ মহিলাদের সাথে রাত্রি যাপন করত।

পরকিয়ায় লিপ্ত ব্যভিচারী নারীদের শাস্তিঃ

তিনি সেসকল স্ত্রীলোকদেরকে দেখেছিলেন যারা ব্যভিচার করে পরপুরুষের বীর্যে গর্ভ ধারণ করত কিন্তু সেই সন্তানকে স্বামীর অজান্তে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। তিনি দেখলেন ঐসব নারীদের বক্ষস্থল বড় বড় বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

গীবতকারীর শাস্তি:

রাসুল এমন একদল নারীপুরুষ কে দেখেন যাদের হাতের নখগুলো তামার এবং তারা এগুলো দ্বারা তাদের চেহারা ও বুকে আঁচড় কাটছে। রাসুল জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা অপরের গোস্ত খায় অর্থাৎ পরনিন্দা করে”। (আহমদ, আবু দাউদ)

যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তিঃ

রাসুল এমন একদল লোক দেখতে পেলেন যাদের পরনে কেবল নেংটি। শরীরে আর কোনো পোশাক নেই। তারা একটি মাঠে ঘুরছে ফিরছে এবং জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত গাছ ও জাহান্নামের পাথর খাচ্ছে। রাসুল এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরীল বললেন,

“এরা দুনিয়ায় প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করত না”।

কতিপয় ওয়ায়েজ ও বক্তার শাস্তি যারা নিজেদের কথামতো কাজ করত নাঃ

এরপর রাসূল একদল লোককে অতিক্রম করলেন। দেখলেন লোহার কাঁচি দিয়ে তাদের জিহবা ও ঠোঁট কাটা হচ্ছে। একদিক থেকে কেটে কেটে দায়িত্বশীল ফেরেশতা যখন অপর দিকে যাচ্ছে তখন পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আবার যথাযথ আকৃতির হয়ে যাচ্ছে। ফেরেশতা শেষ প্রান্ত থেকে আবার প্রথম ব্যক্তির নিকট চলে আসছে। শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে আবার জিহবা ও ঠোট ভালো হয়ে যাচ্ছে। রাসূল এদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে জিবরীল বললেন, “এগুলো হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐসব ওয়ায়েজ ও বক্তা যারা অন্যকে দ্বীন অনুযায়ী চলার নির্দেশ দান করে কিন্তু নিজেরা ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী চলে না” (অর্থাৎ তারা যা বলে তা করে না)।

মুজাহিদের সম্মান ও মর্যাদা দর্শনঃ

মিরাজের সফরে রাসুল দেখেন এক ব্যক্তি জমিনে বীজ বপন করছে আর সেদিনই ফসল উৎপাদন হয়ে ও পরিপক্ক হয়ে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। লোকটি ফসল কেটে নিচ্ছেন। এরপরই জমিনে

আবার বীজ বপন করার সাথে সাথে তাতে ফসল উৎপাদন হয়ে তা পেকে যাচ্ছে। রাসূল বললেন, “এই ব্যক্তি কে? জিবরীল বললেন,

“এই লোকটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। মুজাহিদের নেকী সাতশত গুণ থেকেও বেশি বৃদ্ধি পায়”।

দাজ্জালের দর্শনঃ

মুসনাদে আহমাদে ভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদের হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাঃ সেই রাতে দাজ্জালকে তার আপন আকৃতিতে দেখেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দাজ্জাল দেখতে অনেকটা কুতন ইবনে আব্দুল উযযা এর মত।

মুসা আঃ, ঈসা আঃ এবং ইব্রাহীম আঃ এর দর্শনঃ

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ বলেছেন, “মিরাজের রাতে মুসা আঃ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার চুলগুলো সোজা এবং দেখতে তিনি শানুয়া গোত্রের মানুষের মত। ঈসা আঃ এর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি মধ্যম গড়নের লাল বর্ণের লোক এবং মনে হল মাত্র গোসল করে বের হয়েছেন (চুল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল)। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, ঈসা আঃ দেখতে অনেকটা উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফির মত। ইব্রাহীম আঃ এর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং তার সাথে আমারই সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যতা রয়েছে”।

তবে এই সাক্ষাৎ ইসরাকালীন সময়ে, নাকি মাসজিদুল আকসায় নাকি আসমানে হয়েছিল তা নিশ্চিত নয়।

বায়তুল মামুর দর্শনঃ

অতঃপর আমার সামনে বায়তুল মামুর উম্মুক্ত করা হলো। বায়তুল মামুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরীল বললেনঃ এটি হলো বায়তুল মামুর। এতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে। এক বার যে সেখান থেকে বের হয়ে আসে কিয়ামতের পূর্বে সে আর তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবেনা। সেখানে তিনি। দেখলেন, বায়তুল মামুরে হেলান দিয়ে ইব্রাহীম আঃ বসে আছেন।

সিদরাতুল মুনতাহা দর্শনঃ

বায়তুল মা'মুর থেকে রাসূল সাঃ কে আরও উপরে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। 'সিদরাত' অর্থ হল 'কুল গাছ' আর 'মুনতাহা' অর্থ 'সর্বশেষ'। সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ 'সর্বশেষ প্রান্তের কুলগাছ'। এটি এমন এক স্থান যে এর নীচ থেকে কোন বস্তু কেবলমাত্র এই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা: হয়। এবং উপর হতেও কোন বস্তু এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়য়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অতঃপর আমার জন্যে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সিমান্তের কূল বৃক্ষ উম্মুক্ত করা হল। এই বৃক্ষের ফলগুলো ছিলকলসীর ন্যায় বড়। গাছের পাতাগুলো ছিল হাতির কানের মত বৃহদাকার। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রঙ আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ফলে তা এমন রুপে পরিবর্তিত হল যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরীল ফেরেশতাকে

আসল আকৃতিতে দেখলেন। অথচ ইতোপূর্বে তিনি আরেকবার দুনিয়াতে তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন।

তিনি গাছের গোড়াতে চারটি নদী দেখতে পেলেন। দু'টি চলে গেছে ভিতরের দিকে এবং দুটি চলে গেছে বাহিরের দিকে (ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে- দুটি নদী প্রকাশ্য এবং দুটি নদী গোপন)। জিবরীলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ ভিতরের দিকে প্রবাহিত নদী দুটি জান্নাতে চলে গেছে এবং বাহিরের নদী দুটি হলো ফোরাত ও নীলা। জান্নাতের নদী দুটি হল 'কাওসার' (১০৮:১) ও 'সালসাবিল' (৭৬:১৮)। ফোরাত ও নীল নদী দেখার অর্থ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিশন অচিরেই ঐ নদী দুটির অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা যুগে যুগে ইসলামের পতাকা বহন করবে। এর অর্থ এই নয় যে, এ দুটি নদী জান্নাত থেকে বের হয়ে এসেছে।

তাকদীর লিপিবদ্ধকারী কলমের লিখার খসখস শব্দ শ্রবণঃ

শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ (সরিফুল আরুলাম) শুনতে পান। কলম তখন লাওহে মাহফুজে তাকদীর এবং আল্লাহর ফয়সালা লেখায় ব্যস্ত ছিল। সেই সাথে ফেরেশতা বর্গ আল্লাহর বিভিন্ন নির্দেশ এবং হুকুম-আহকাম মাহফুজ থেকে নকল করছিল। রাসূল সাঃ এরই শব্দ শুনতে পান।

তথ্যসূত্র: IOM সীরাহ শীট

মি'রাজের রাতে উপহার

আনাস এর বর্ণনায় আছে, যখন আমি পালনকর্তা এবং মুসার মাঝে ফেরাক্ষেরী করছিলাম তখন একবার আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিন ও রাতে থাকল । প্রত্যেক নামাযের জন্য দশ নেকী তাই ওটা পঞ্চাশ নামায় হল। যে ব্যক্তি ভাল কাজের সংকল্প করবে। অতঃপর সে ঐ কাজটা করল না. তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। কিন্তু সে যদি ওটা করে তাহলে তার জন্য দশটা নেকী লেখা হবে । আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করবে। অথচ ওটাকে সে করল না তার জন্য কোন জিনিসই লেখা হবে না। কিন্তু সে যদি ওটাকে করে ফেলে তাহলে তার জন্য একটি মন্দ লেখা হবে। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা) ।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছিল : ১) পাঁচওয়াক্ত নামায ২) সূরা বাকারার শেষাংশ-৩) তাঁর

উম্মতের যে ব্যক্তি কোন জিনিসকেই আল্লাহর সাথে শরীক করে না তার ধ্বংসাত্মক পাপগুলোকে ক্ষমা করা। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত, ৫২৯ পৃষ্ঠা)।

মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ীতে ইবনে মাসউদ এল-এর বর্ণনায় আছে, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ এই সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছান। নীচে থেকে যা উপরে ওঠে তা ঐ পর্যন্ত শেষ হয় যা উপরে চড়ানো হয়। অন্য শব্দে আছে, রূহগুলোকে ঐ পর্যন্ত চড়ানো হয়। তারপর তা রুখে দেওয়া হয় । আর ওর উপর থেকে যা নামানো হয় তা ঐ পর্যন্ত নামিয়ে রেখে দেয়া হয়। ওটাকে একটি সোনার বিছানা ঢেকে রেখেছে।

তাফসীর দুর্বে মানুসর, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা আনাস গ্রহ-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, জিবরাঈল যখন আমাকে নিয়ে ৭ম আকাশের পিঠে চড়লেন। পরিশেষে একটি স্রোতধারার কাছে পৌঁছিলেন । যার ধারে লাল ও সবুজ মার্বেল পাথরের এবং মুক্তার পানপাত্র ছিল । এর কাছে সবুজ রং পাখীও ছিল। ওটা সবচেয়ে উত্তম পাখী, যা আমি দেখেছি । তাই আমি জিবরাঈলকে বললাম, এই পাখীটি কি উম! তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, এই নহরটি কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটা সেই কাওসার যা আপনাকে আল্লাহ দান করেছেন। ওতে সোনা ও চাঁদির পাত্র ছিল। যা লাল ও সবুজ পাথরের ছোট ছোট মিহি কাঁকরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে । ওর পানিটা দুধের চেয়েও সাদা। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ওর পাত্র নিলাম । তারপর ঐ পানি

এক আঁজলা নিলাম। তা পানও করলাম । তা ছিল মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং করবি চেয়ে সুগন্ধী । (তাফসীর দুধে মানুসর, ৪র্থ ২০৯ পৃষ্ঠা)

তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল চললেন । পরিশেষে একটি গাছের কাছে পৌছালাম। অতঃপর রকমারী মেঘ আমাকে ঢেকে ফেললো। তারপর জিবরাঈল আমাকে উপরে তুলে দিলেন। তখন আমি আল্লাহর জন্য সিজদায় পড়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছি সেদিন তোমার উপরে এবং তোমার উম্মতের উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছি।

এগুলোকে তুমি এবং তোমার উম্মত কায়েম করো । তারপর আমার কাছ থেকে মেঘটা সরে গেল । তখন জিবরাঈল আমার হাতটা ধরলেন। অতঃপর আমি ফিরে এলাম ইবরাহিমের কাছে। তিনি কিছু বললেন না। তারপর আমি মুসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনি কি

করলেন? হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমার প্রতিপালক আমার উপরে এবং আমার উম্মতের উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তিনি বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মত এটা করতে পারবেন না। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান।

অতঃপর তা হাল্কা করার প্রার্থনা জানান, তাই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম। পরিশেষে একটি পাছের কাছে পৌঁছালাম। অতঃপর আমাকে একটি মেঘ ঢেকে নিল। এমতাবস্থায় জিবরাঈল আমাকে উপরে তুলে দিলেন । আমি সিজদায় পড়ে গেলাম এবং নামায কমাবার আবেদন করলাম। তা দশ কমানো হল। এভাবে মুসার নির্দেশে আমি কয়েকবার উপরে গেলাম। একটি মেঘ আমাকে ঢেকে নিতে থাকলো। আমি সিজদায় পড়ে নামায কমীবার আবেদন করলাম। আল্লাহ তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন । (তাফসীর ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা)

তথ্যসূত্র: কুরআন হাদীস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শবে মেরাজ

লেখক- মাওলানা গিয়াস উদ্দীন

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা শুনে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়াঃ

ইবনে ইসহাক রাসুলের চাচাতো বোন উম্মে হানি রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মে হানি রাঃ বলেন, "আমার ঘর থেকে রাসূলের এই সফর শুরু হয়েছিল। তিনি সে রাতে আমার ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি ইশার সালাত আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েন, আমরাও ঘুমিয়ে যাই। ফজরের সামান্য আগে তিনি আমাদের জাগালেন। এরপর আমরা সকলে তার সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বললেন, "হে উম্মে হানি! তোমরা তো দেখেছো আমি তোমাদের সাথে এশার সালাত আদায় করে তোমাদের এখানে শুয়ে পড়ি কিন্তু এরপরে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করি এবং সেখানে সালাত আদায় করি। তারপর তো তোমাদের সাথেই ফজরের সালাত আদায় করলাম যা তোমরা দেখলে"। উম্মে হানি রাঃ বলেন, "এই বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন আমি তার চাদরের কিনারা ধরে ফেললাম ফলে তার পেট থেকে কাপড় সরে গেল। তা দেখতে ভাঁজ করা কিবতী বস্ত্রের মত স্বচ্ছ ও মসৃণ। আমি বললাম, "হে আল্লাহর নবী! আপনি একথা লোকদের কাছে প্রকাশ করবেন না অন্যথায় তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে"। কিন্তু তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাদের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করব"। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে- রাসূল সাঃ কুরাইশদের সম্মুখে ইসরা ও মিরাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য ইতস্তত করছিলেন (এখান থেকে তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়)। তিনি বিষণ্ণ ও চিন্তিত



মুখে কাবার সামনে বসে ছিলেন। এমন সময় আবু জাহল সেখানে এসে রাসূল সাঃ কে বিষণ্ণ বদনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি রাতের বেলা জেরুজালেম ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা জানান। তখন আবু জাহল বিস্মিত হয়ে চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে ফেলে।

এরপর তিনি যখন সে রাত্রিতে দেখে আসা নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যখন কুরাইশদেরকে সংবাদ দিলেন, তখন তারা এই ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তারা তাঁর নিকট বায়তুল মাকদিসের বর্ণনা পেশ করার দাবী জানালো। আল্লাহ বায়তুল মাকদিসের দৃশ্য তার চোখের সামনে উম্মুক্ত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে দেখে সেখানকার সকল নিদর্শন বলে দিলেন। তারা একটি কথাও অস্বীকার করতে পারলনা।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি একদা কাবার প্রাঙ্গনে ছিলাম। কুরাইশরা আমাকে বায়তুল মাকদিসের এমন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যা আমার স্মরন ছিলোনা।

এতে আমি সংকটে পড়ে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ আমার জন্যে মাকদিসকে চোঁখের সামনে উঠিয়ে ধরলেন। দেখে দেখে আমি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম।

তাদের যখন আর কোন প্রশ্ন করার কিছুই থাকলো না তখন তারা রাসুলকে বললো, "তাহলে রাস্তা দেখা কোন ঘটনা আমাদেরকে শোনাও। রাসূল বললেন, "রাস্তায় অমুক স্থানে আমি এক ব্যবসায়ী কাফেলা দেখে পেয়েছি। তারা শাম থেকে মক্কায় ফিরে আসছে। তাদের একটা উট হারিয়ে গেছে, খোজাখুঁজির পর তারা অবশেষে তা পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ তিনদিন পর তারা মক্কায় এসে পৌঁছাবে। তখন মেটে রঙের একটা উট থাকবে তাদের কাফেলার পুরোভাগে যার পিঠের উপরে দুপাশে দুটো বোঝা থাকবে"। রাসুল এই কথাগুলো বলার তৃতীয় দিনে ঠিক সেভাবেই কাফেলা মক্কায় এলো যেভাবে রাসূল বর্ণনা করেছেন, তারা উট হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও আলোচনা করল। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা বলে উঠলো, "এতো জাদু"। অন্যরাও তার কথা সমর্থন করে বলল, "ওয়ালিদ ঠিক কথাই বলেছে'.।

আবু বকর রাদি: এর



সিদ্দীক উপাধি লাভ

আবু বকরের মর্যাদা: কুরাইশের লোকেরা যখন আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল তখন আবু বকর সেখানে ছিলেন না। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কেউ একজন তাঁর কাছে গিয়ে বললো, 'আপনি জানেন কী হয়েছে? মুহাম্মাদ দাবি করেছেন যে, তিনি এক রাতের মধ্যেই জেরুসালেম গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। এরপর আবু বকর বলেছিলেন, 'যদি তিনি একথা দাবি করে থাকেন তাহলে তা অবশ্যই সত্য।' এরপর আবু বকর যখন জানতে পারলেন যে মুহাম্মাদ আসলেই এ দাবি করেছেন, তখনই তিনি এ ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় হলো আবু বকরের উক্তির প্রথম অংশ, 'যদি তিনি একথা বলে থাকেন..... -এই কথার মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। যে কেউ হাদীস বর্ণনা করলেই তা গ্রহণ করা যাবে না। বরং আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, মুহাম্মাদ আসলেই তা বলেছেন কি না। মুসলিম ও আহলে কিতাবদের মধ্যে মূল পার্থক্য আসলে এখানেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের যা বলা হতো তাই তারা কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করতো, যদিও তাদের প্রকৃত কিতাব আগেই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিমদের রয়েছে আলাদা এক

শাস্ত্র, যেখানে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য তা বের করার জন্য হাজার হাজার ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করা হয়।

আবু বকরের উক্তির দ্বিতীয় অংশ, ... তাহলে তা সত্য', রাসূলুল্লাহর প্রতি আবু বকরের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাসুল যা-ই বলতেন তিনি তা-ই বিশ্বাস করতেন এবং এ কারণেই তাঁকে বলা হত 'আস সিদ্দীক্ব'।

তথ্যসূত্র: সীরাহ (রেইনড্রপ্স)

শবেমেরাজ ও রজব মাস: কিছু ভিত্তিহীন বিশ্বাসের সাতকাহন......



বাঙালীর ঐতিহাসিক শবে মেরাজ। এই শবে মেরাজ উপলক্ষে আমাদের সমাজে রজব মাস এবং শবে মেরাজের ফযীলত ও আমল নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক কাঁদা ছোড়া ছুড়ি হয়ে থাকে। তাই বিষয়টা উম্মতের সামনে খোলাসা হওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আকাবির ও আসলাফের তাহকিকের আলোকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

পাশাপাশি 'রজব' মাসের বিশেষ আমল ও শবে মেরাজ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিসের শাস্ত্রীয় 'মান'(দালিলিক গ্রহনযোগ্যতা)নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১."জান্নাতে রজব নামে একটি নদী আছে।যার পানি দুধের মত সাদা।যে ব্যক্তি রজব মাসে রোজা রাখবে আল্লাহ পাক তাকে কেয়ামতের দিন ওই নদীর পানি পান করাবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।" সুত্রঃ মকছুদুল মোমেনিন-২৪১ (রাহমানিয়া লাইব্রেরী)

এই রেওয়ায়েতটি সম্পুর্ন রুপে জাল।

দেখুনঃআল ইলালুল মুতানাহিয়া-২/৫৫৫ মিযানুল ই'তিদাল-৪/১৭৩ লিসানুল মিযান-৮/১৭০ ফয়যুল কাদির-২/৪৭০ আল মুগীর লি আহমাদ আল গুমারী-২৯ আল মুদাভী লি আহমাদ গুমারী-২/৩৬২

২."যে ব্যাক্তি রজবের সাতাশ তারিখে রোজা রাখবে আল্লাহ পাক তার আমল নামায় ষাট মাস রোজা রাখার সওয়াব লিখে দিবেন।"

সুত্র-খোতবাতুল আহকাম-১৪৮

এই হদিসটি কোন সুত্রেই প্রমানিত নয়।

দেখুনঃআল আবাতিল ওয়াল মানাকির-৩৪৬-৩৪৭ আহাদিসু মুখতারা মিন মওযুআতিল জাওরাকানী ওয়া ইবনুল জাওযী লিয যাহাবী-৭৮ আলইলালুল মুতানাহিয়া-১/২২৬ আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭/৬৮০-৬৮১,১১/৭৪ তাবয়ীনুল আযাব ৩২,৪২-৪৫ জুযউ ইবনে আসাকির ৩১৬ শুয়াবুল ঈমান ৩/৩৭৩

৩.এছাড়া মশহুর আছে যে,"পনের রজব রাতে যে চৌদ্দ রাকাত নামাজ পড়বে।প্রতি রাকাতে একবার সুরা ফাতেহা এগারবার সুরা ইখলাস তিনবার সুরা নাস পাঠ করবে,এরপর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহু আকবার,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,ত্রিশবার করে পড়ে । আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।তার জন্য আকাশথেকে..........।"

এই বর্ননাটিও জাল। আল্লামা ইবনুল জাওযী, জালালুদ্দিন সুয়ুতী, ইবনে ওয়াররাক কিনানী, আল্লামা তাহের পাটনী, মুহাম্মাদ বিন আলি আশ শাওকানী, আব্দুল হাই লাখনূভী রহ. প্রমুখ একে জাল বলেছেন।

দেখুনঃ কিতাবুল মউযুআত-২/৪৩৮-৪৩৯ তাবয়িনুল আযাব ২৭ আল লাআলিল মাসনুআহ-২/৫৭ তানযিহুশ শারিয়াহ -২/৯২ তাযকিরাতুল মাউযুআত-৪৪ আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুয়াহ-৫০

মোটকথা , রজব মাসের নির্দিষ্ট কোন নামাজ বা রোজা নেই। এমাসে নির্দিষ্ট কোন দিনে নফল নামাজ বা রোজা পালনের বিশেষ কোন ফযিলতের কথা নির্ভরযোগ্য কোন হাদিসের দ্বারা প্রমানিত নয়।

অষ্টম শতকের বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী র. বলেন, "রজব মাসের নির্দিষ্ট কোন নামাজ প্রমানিত নেই।" আরও বলেন, "রাসুল সা. বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে নির্দিষ্ট ভাবে

রজব মাসে রোজা রাখার কোন ফযিলতের কথা প্রমানিত নয়।"
সুত্র:লাত্বায়েফুল মাআরেফ-২২৮

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন "রজব মাসের ফযিলত,রজব মাসে রোজা রাখার ফযিলত,রজব মাসের নির্দিষ্ট কোন রাতে ইবাদত করার ফযিলত সম্পর্কে প্রমান হওয়ার উপযুক্ত কোন হাদিস নেই।" সুত্র:তাবয়ীনুল আযাব-১১ ফতহুল মুলহিম-৫/৩০৬-৩০৭(১১৫৭নং হাদিসের অধিনে)

৪.সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, ২৭ ই রজবে #ইসরা_ও_মেরাজ_সংঘটিত_হওয়ার_কথাটাই_ভিত্তিহীন। এর কোনও প্রামানিক ভিত্তি নেই। একটি ঐতিহাসিক বর্ননার আলোকে কথাটি

প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু তা আদৌ নির্ভর যোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে কাসির, হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী, ইবনে নাসিরুদ্দিন দিমাশকি র. এর মত হাদিস বিশারদগন একে ভিত্তিহিন সাব্যস্ত করেছেন। তৃতীয় শতকের বিখ্যাত ইমাম শাইখ ইবরাহিম হারাবী র. ২৭ ই রজব মেরাজ হওয়াকে অস্বিকার করেছেন।

দেখুনঃ যাদুল মাআদ লি ইবনিল কায়্যিম আল জাওযি-১/৫৭-৫৮ লাতায়েফুল মাআরেফ লি ইবনে রজব আল হাম্বালী-২৩৩ জামিউল আছার লি ইবনে নাসিরুদ্দিন আদ দিমাশকি-৩/১৬-৫১ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনে কাসির-৩/৩৪০ আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ

লিল ইমাম কাস্তালানী-৩/১৪ শরহুল মাওয়াহিব-৮/১৭-১৯ ইসলাহি খুতুবাত লি ত্বাকী উসমানী-১/৪৮-৫৫

মোট কথা,মেরাজের দিন তারিখ সম্পর্কে সাহাবা, তাবেয়ী ,ঐতিহাসিক কারও থেকেই নির্ভরযোগ্য কোন বর্ননা নেই। তাই এ বিষয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।

কারন, রাসুল সা. বলেছেন,"যা শোনা তাই বলা(তাহকিক করে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া)মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" সুত্র:সহীহ মুসলিম ,পৃ:৮ ও মেশকাত শরীফ।

মোদ্দাকথা হল,২৭ তারিখে শবে মেরাজ হিসেবে কোন ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বিদ'আত ও গুনাহের কাজ। ২৭ তারিখে মেরাজ সংগঠিত হওয়াটাই ঐতিহাসিক ভাবে প্রমানিত না। এছাড়া শবে মেরাজ উপলক্ষে কোন বিশেষ ধরনের আমল বা এই রাতে আমল করার কোন ফযীলতও শরীয়তে প্রমানিত না।

আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাওফিক দিন।

বিদআত মুক্ত সুন্নাহসম্মত জীবন যাপন করার তাওফীক দিন।

লিখেছেন: মুফতি Affan Bin Sharfuddin

একটি অলীক কাহিনী : স্ত্রীকে মাছ কাটতে দিয়ে গোসল করতে যায়....

লোকমুখে শোনা যায় এক ব্যক্তি মেরাজের ঘটনা অস্বীকার করল। একদিন সে স্ত্রীকে মাছ কাটতে দিয়ে নদীতে গোসল করতে যায়। ডুব

দিয়ে উঠে দেখে সে মহিলা হয়ে গেছে। সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল এক সওদাগর। সে তাকে দেখে বিবাহ করে। তাদের সন্তান-সন্ততি হয় এবং তারা বড় হয়ে যায়। পরবর্তীতে একদিন সে নদীতে গোসল করতে যায়। ডুব দেওয়ার পর দেখে আবার সে আগের পুরুষ ব্যক্তি হয়ে গেছে। তখন সে বাড়িতে ফিরে দেখে তার স্ত্রী এখনো মাছ কাটছে। স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বলে এবং তার ভুল বুঝতে পারে। এভাবে তার মেরাজের ঘটনা বুঝে আসে। এটি একটি অলীক কাহিনী, যা আরেক অসার কথার উপর ভিত্তি করে আবিষ্কার করা হয়েছে। তা হল, কিছু মানুষ মনে করে, মিরাজে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ মিরাজে তো নবীজী গিয়েছেন এক রাতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগৎকে স্থির করে রেখেছেন। মাঝখান দিয়ে মেরাজে নবীজীর সাতাশ বছর সময় কেটে গেছে।

আবার এই সাতাশ বছর কেন্দ্রিক আরেক অলীক কাহিনীরও আবিষ্কার করা হয়েছে। সেটি হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় জিবরীল আমীন ও মালাকুল মাউত হাজির হল। তখন নবীজী মালাকুল মাউতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন এলেন? আল্লাহ তো আমাকে নব্বই বছর হায়াত দিয়েছিলেন। তখন জিবরীল আমীন বললেন, আপনার জীবনের সাতাশ বছর তো মেরাজের রাতেই অতিবাহিত হয়ে গেছে!

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি ভিত্তিহীন কথাকে প্রমাণ করার জন্য আরেকটি অলীক কাহিনীর আবিষ্কার করা হচ্ছে। এসকল বর্ণনার কোনো ভিত্তি আমরা পাইনি।মেরাজের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর কোথাও বলা হয়নি যে, মেরাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কুরআন মজীদ এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনাটি রাতের কোনো একটি অংশে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে পুরো রাত

লেগেছিল নাকি রাতের কিছু অংশ, না চোখের পলকেই ঘটে গিয়েছিল তা সহীহ হাদীসে নেই। হাদীসে এই কথাও নেই যে, আল্লাহ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগতকে স্থির রেখেছিলেন কি না।

অতএব মিরাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার রহস্য ও তাৎপর্য আলোচনার সময় এইসব অমূলক কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়া খুবই নিন্দনীয় ও সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার আদেশ-

ولا تقف ما ليس لك به علم

'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই এর পিছনে পড়ো না।'এরপরও শুধু অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে বলা বড়ই অন্যায়।'

[মাসিক আলকাউসার রবিউস সানি ১৪৩৮ জানুয়ারি ২০১৭]

এটি কি হাদীস?: আস সালাতু মি'রাজুল মুমিনিন

'নামায মুমিনের মেরাজ' কথাটা একটা প্রসিদ্ধ উক্তি। কেউ কেউ একে হাদীস মনে করে থাকেন। কিন্তু হাদীসের প্রসিদ্ধ

কিতাবসমূহে এটা পাওয়া যায় না। তবে এ কথাটার মর্ম বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আহরণ করা যায়। এ জন্য একথাটা একটি প্রসিদ্ধ উক্তি

হিসেবেই বলা উচিত, হাদীস হিসেবে নয়। হাদীস বলতে হলে নিম্নোক্ত কোনো সহীহ হাদীস উল্লেখ করা যায়- 'মুমিন যখন নামাযে দাড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।' সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৩
'তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাড়ায় তখন সে আল্লাহর সঙ্গে একান্তে কথা বলে, যতক্ষণ সে তার জায়নামাযে থাকে।'-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪২৬

[মাসিক আলকাউসার শাবান রমযান ১৪২৯ আগস্ট ২০০৮]

***

.

একটি কাহিনীঃ 'দুআয়ে কদ্হ' সম্পর্কিত বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই

কোনো কোনো অযীফার কিতাবে 'দুআয়ে কদ্হ' নামে একটি দীর্ঘ দুআ পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিব্রীল আ. তা নবীজীকে দান করেছেন এবং তার বহু ফযীলত উল্লেখ করেছেন!

প্রকৃত বিষয় এই যে, এটা মাছুর দুআ নয়, কেউ তা তৈরি করেছে। আর এর যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে তা একটি অলিক কাহিনী। বাস-বতার সঙ্গে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। মোল্লা আলী কারী রাহ. 'আলহিযবুল আ'যম' কিতাবের শুরুতে এই মওযূ' বর্ণনাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। শরহে নুখবার ভাষ্যগ্রন্থে'ও 'মওযূ' অধ্যায়ে এর সমালোচনা করেছেন।

[মাসিক আলকাউসার » শাবান-রমজান ১৪৩০ আগষ্ট-

সেপ্টেম্বর ২০০৯]

এটি হাদীস নয় : আপনার জুতায় আরশ ধন্য হয়েছে

লোকমুখে মেরাজ সম্পর্কে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মেরাজ রজনী তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে মুআল্লায় প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলতে চাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يا محمد! لا تخلع نعليك، فإن العرش يتشرف بقدومك متنعلا ويفتخر على غيره متبركا

হে মুহাম্মাদ! আপনি জুতা খুলবেন না। (জুতা নিয়েই আরোহন করুন) কেননা, আপনার জুতা নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য হবে। এটি বরকত লাভের কারণে অন্যের উপর গর্ববোধ করবে।

কথাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ তো আছেই, কোন কোন বক্তার মুখেও শোনা যায়। কিন্তু তা প্রমাণিত নয়। সবগুলোই মনগড়া ও বানানো কথা।

ইমাম রযীউদ্দীন আল-কায্ভীনী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতা নিয়ে আরশ গমন এবং আল্লাহ তাআলার সম্বোধন (হে মুহাম্মাদ! আপনার জুতায় আরশ ধন্য হয়েছে) ইত্যাদি প্রমাণিত কি না। তিনি উত্তরে বলেছিলেন-

أما حديث وطئ النبي صلى الله عليه وسلم العرش بنعله فليس بصحيح ولا ثابت، بل وصوله إلى ذروة العرش لم يثبت في خبر صحيح ولا حسن ولا ثابت أصلا، إنما صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب

জুতা পায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরশ গমনের হাদীস প্রমাণিত নয়। এমনকি তিনি (খালি পায়ে) আরশে পৌঁছে

ছেন এমন কথাও কোন নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত নেই। সহীহবর্ণনা মতে তি নি শুধু সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছেন।-
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ-শরহুল মাওয়াহেব ৮/২২৩

অপর এক মুহাদ্দিসের ভাষ্য-

আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন, যে বলে তিনি জুতা নিয়ে আরশে আ রোহণ করেছেন। কত ঔদ্ধত্য! কত বড় স্পর্ধা!! যিনি শিষ্টাচারীদের সরদার, যিনি আরেফবিল্লাহগণের মধ্যমণি, তাঁর ব্যাপারে এমন কথা! তিনি আরো বলেন যে, রযীউদ্দীন আলকাযভীনীর
উত্তরই সঠিক। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-
এর মেরাজ তথা উর্ধ্ব জগতে গমনের ঘটনা বর্ণিত আছে। এঁদেরকারো হা দীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, সে রাতে তাঁর পায়ে জুতাছিল।

এ কথা কতক গন্ডমূর্খ কিসসা-কাহিনীকারদের কাব্যে এসেছে।

কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বা দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ ক থা নেই যে, তিনি আরশে আরোহন করেছেন। এটি কারোবানানো কথা, এ র প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যায় না।-শরহুল মাওয়াহেব ৮/২২৩

আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কারী (রহ.) স্বরচিত গ্রন্থ ফাতহুল মুতাআল ফী মাদহি খাইরিন নিআল-এ উপরোক্ত কথাটিকে জাল বলে জানিয়েছেন।-
আল আসারুল মারফুআ ৩৭

আরো দ্রষ্টব্য : গায়াতুল মাকাল ফীমা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিআল : আল্লামা লাখনোভী (রহ.)

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/870/

.

এটি হাদীস নয় : মেরাজে নবীজীর সাতাশ বছর সময় লেগেছিল

মেরাজ সম্পর্কে এক ওয়ায়েজকে বলতে শুনেছি যে, তাতে নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাতাশ বছর সময় ব্যয় হয়েছিল। আরেক ওয়ায়েজ এই কথাটি বললেন আরো চটকদার করে। তার ভাষায়, ইন্তেকালের সময় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিবরীল ও মালাকুল মাওত হাজির হল, তখন তিনি মালাকুল মাওতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন এলে? আল্লাহ তো আমাকে নববই বছর হায়াত দিয়েছিলেন। তখন জিবরীল বললেন, আপনার জীবনের সাতাশ বছর তো মেরাজের রাতেই অতিবাহিত হয়ে গেছে!

উপরোক্ত বর্ণনার কোনো ভিত্তি আমরা পাইনি। মেরাজের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর কোথাও বলা হয়নি যে, মেরাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কুরআন মজীদ এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনাটি একটি রাতে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে পুরো রাত লেগেছিল নাকি রাতের কিছু অংশ, না চোখের পলকেই ঘটে গিয়েছিল তা সহীহ হাদীসে নেই। হাদীসে এই কথাও নেই যে, আল্লাহ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগতকে স্থির রেখেছিলেন কি না।

অতএব মিরাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার রহস্য ও তাৎপর্য আলোচনার সময় এই সব অমূলক কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়া খুবই

নিন্দনীয় ও সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। কোনো দায়িত্বশীল ও আমানতদার ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার আদেশ-

ولا تقف ما ليس لك به علم

'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই এর পিছনে পড়ো না।' এরপরও শুধু অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে বলা, বিশেষত মানুষের সামনে বর্ণনা করা বড়ই অন্যায়। উপরন্তু তা যখন হয় আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কিত তখন তো এর ভয়াবহতা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/420/

মিরাজ বিষয়ক আলোচনা : কিছু অসতর্কতা

১. যেহেতু কোনো কোনো অবিশ্বাসী মিরাজের ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে তাই অনেকে তাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করেন এবং মিরাজের সম্ভাব্যতা প্রমাণের প্রয়াস পান। আসলে এটা মৌলিক কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নিজ শক্তিতে আসমান ও জমিনের এই আশ্চর্য ভ্রমণ সম্পন্ন করেননি। তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং করিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র এজন্য কোনো মুমিন কুরআন-হাদীসের বিবরণের উপর সামান্যতম দ্বিধাও করতে পারে না। এ কথাটিই হচ্ছে এ প্রসঙ্গে মূল কথা।

২. মিরাজের ঘটনা বলার সময় বর্ণনার শুদ্ধা-শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখাও একটি ব্যাপক ভুল। একশ্রেণীর মানুষ যে কোনো চটি

পুস্তিকায় কিছু পেলে বা কোনো কাহিনীকারের নিকট কিছু শুনলে তা-ই বিশ্বাস করে বসে এবং এত দৃঢ়তার সাথে তা বর্ণনা করতে থাকে যেন সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমের হাদীস। এমন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৩. কোনো কোনো জাহেল ব্যক্তি মিরাজের ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন আরশ আল্লাহ তাআলার থাকার জায়গা এবং তিনি নবীজীকে নিজের ঘরে দাওয়াত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।

এই উপস্থাপনা খুবই মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আরশ তাঁর মাখলুক, স্থান ও কাল তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সত্তা স্থান-কালের সকল বন্ধনের উর্ধ্বে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা।

মিরাজের ঘটনাকে ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সূরা ইসরা ও সূরা নাজমের আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে এবং সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/657/

ইসরা-মিরাজ :বর্ণনা ও শিক্ষা

মিরাজের ঘটনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতিটি মুমিনের ঈমান ও আবেগ জড়িয়ে আছে এর সাথে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় আছে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে করণীয় তা হচ্ছে, মেরাজের ব্যাপারে সহীহ আকীদা পোষণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাতে সশরীরে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সাত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নাম ভ্রমণ করিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা স্বীয় বড় বড় কিছু কুদরত প্রিয় হাবীবকে দেখাবেন বলে। এটা সীরাতে রাসূলের একটি বড় অধ্যায় এবং নবী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা। এটা মুসলমানের অকাট্য মৌলিক আকীদার অংশ। অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় তা স্বীকৃত ও সুসাব্যস্ত। তাই এক্ষেত্রে স্বচ্ছ বিশ্বাস রাখা জরুরি।

মিরাজ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মুজিযা। আর মুজিযা ওই ঘটনাকেই বলা হয়, যা সাধারণ সক্ষমতার বাইরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সংঘটিত হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবিত হয়ে অনেকে একে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে চান। এটা ইসলামের এবং ইসলামের দাওয়াতের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া নয়। কখনো কখনো এমনসব বৈজ্ঞানিক থিউরি শোনানো হয়, যা অনেকসময় হাস্যকর সাব্যস্ত হয়। তাই ইসলামের বিধিবিধান ও শাআইরগুলোকে ইসলামের স্বভাববোধ থেকে অনুধাবন করা এবং এর মাধ্যমে নিজের ঈমানী যিন্দেগী বিনির্মাণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের শান।

মিরাজের ঘটনা থেকে সরলদাগে যে শিক্ষাগুলো পাওয়া যায় সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ-

ক. আল্লাহর সত্তার উপর পূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাস রাখা। শিরক থেকে বিলকুল বেঁচে থাকা।

খ. আল্লাহর সাথে বান্দার আবদিয়াত তথা দাসত্বের সম্পর্ক মজবুত করা।

গ. নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা এটা মিরাজে লাভ করা উম্মতের জন্য নবীজীর তোহফা। বস্তুত নামায এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে রবের সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মধুময় হতে থাকে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন নামায পড়ে তখন সে তার রবের সাথে নিভৃতে আলাপ করে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৫)

ঘ. সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর শিক্ষা ও মর্মগুলো ধারণ করা। এখানে মুমিনের ঈমানের শিরোনামগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

ঙ. আল্লাহর হক ও বান্দার হকের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

চ. গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। মানুষের সম্ভ্রমহানি না করা। কাউকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না করা। এটা অনেক বড় কবীরা গুনাহ।

ছ. শুধু লম্বা লম্বা বক্তৃতা নয়, খেয়াল করা- মানুষকে যে নসীহত করছি, আমার মাঝে তা কতটুকু আছে।

জ. জান্নাতের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

ঝ. জাহান্নামের ব্যাপারে ভীত থাকা।

ঞ. হাউযে কাউসারের প্রত্যাশী হওয়া।

ট. হযরত ইবরাহীম আ. যে দুআর কথা বলেছেন-

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر

এই দুআর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ঠ. সকল প্রকার গুনাহ, বিশেষ করে মদ ও গীবত থেকে বেঁচে থাকা।

সবশেষে বলতে হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই পবিত্র ও বরকতময় ভূমিতে ইসরা ঘটেছে সেই বাইতুল মুকাদ্দাস আজ তারই উম্মতের জন্য অনিরাপদ এক লীলাভূমি। আজ মুসলমানদের হাত থেকে বেদখল পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস ও জেরুযালেম। সেখানে ভেসে যায় আমার ভাইয়ের রক্ত। কিন্তু তার জন্যে আমার-আপনার হৃদয়ে কতটুকু রক্তক্ষরণ হয়!

এছাড়া আরো অনেক শিক্ষার উপলক্ষ হচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ও মিরাজ। আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে বাস্তবানুগ এই শিক্ষাগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

মাহে রজব এবং ইসরা ও মিরাজ বিষয়ে আরো জানতে মাসিক আলকাউসারের ১৪২৬ হি./২০০৫ ঈ., ১৪২৭ হি./২০০৬ ঈ. ও ১৪২৮ হি./২০০৭ ঈ.-এর রজব সংখ্যা দেখা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/2912/

শেষ কথা

ইসলামের মিরাজ কে আমরা ইসলামের আলো দিয়ে বুঝব, পাশ্চাত্যের জ্ঞান দিয়ে বুঝব না। মিরাজের মূল বার্তা হল আধ্যাত্মিকতার বার্তা। রাসুলﷺ তারা সাহাবাদেরকে আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তিশালী করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিকতার বার্তা ধারন করতে পারাটাই মিরাজের মূল উদ্দেশ্য। মিরাজের বার্তার সাথে

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হল, "শেষরাত্রির জাগরণ মিরাজের কিছু ছিটেফোটা মাত্র"

মিরাজের সকল আধ্যাত্মিকতা ধারন করে আমরা যদি আত্মিকভাবে শক্তিশালি দায়ী হতে পারি এটাই হবে আমাদের জীবনের অনাবিল সফলতা...

Assignment Prepared By:

Rafshana Shafrin

Batch:202

Roll:20202033

Address: Rajapur Bazar, Boraigram, Natore

Mobile: 01791880935

Email: Saima27.98@gmail.com



সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম রাফসানা সাফরীন।

জন্মগ্রহন নাটোর জেলায়।

বর্তমানে আইওএম এর

তিন বছরের আলিম প্রিপারেটরি

কোর্সের শেষ সেমিষ্টারে অধ্যায়নরত।
